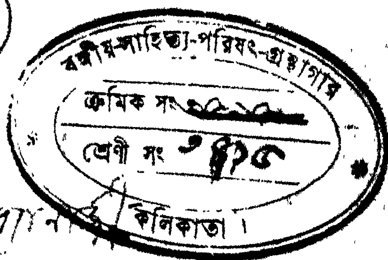
BANAKUSUM.

(বনকুসুম)



BY

NANDALAL BANERJEE

(*Assistant teacher Indian H. E. School, Khargpur*
(*formerly*) *4th teacher Muragachha H. E. School, Nadia.*)

1915.

PRICE -/10/- ANNAS.

PRINTED BY JOGES CH. ADHIKARI,
METCALFE PRESS
76, Balaram Dey Street, Calcutta.

PUBLISHED BY AMULYADHAN MUKERJI,
METCALFE PRESS
76, Balaram Dey Street, Calcutta.

To be had—

At The Sanskrit Press Depository, 30, Cornwallis Street, at the Students' Library 67, College Street and at the Bengal Medical Library 201, Cornwallis Street.

উৎসর্গ-পত্র।

পরমারাধ্যতম—

শ্রীল শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ

গুরুদেব মহোদয় শ্রীচরণাম্বুজেষু

বিল্বগ্রাম (নদীয়া)।

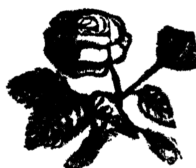
গুরুদেব,—

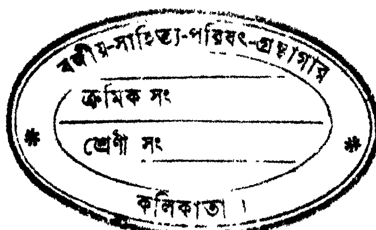
আপনার আদেশ ও উপদেশে অশান্তিময় আবাসগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশে আসিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেবকের চিরসঙ্গী। যিনি এত দিন দুঃখ-দুর্ভাগ্যের অংশ লইয়া আমার দুঃখ-ভারের লাঘব সম্পাদন করিতেন, আপনার সেই স্নেহের সেবিকা আর ইহলোকে নাই। ধরাধাম পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে, আমার নিকট সন্তান ও সংসারাদি সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ না করিয়া, কোন কারণে অমঙ্গলের আশঙ্কায় অতিমাত্র শঙ্কিত হইয়া, এইমাত্র আভাস দিয়া যানঃ—"যেন গুরুদেবের প্রতি কদাচ ভক্তি শিথিল না হয়," তজ্জন্য মনে হয়, যেন পরলোকে গিয়াও তিনি নিশ্চিন্তা নাই; তাই সর্ব্বদা মনে হয়, এ হতভাগ্যের চিত্ত-চাঞ্চল্যের নিরাকরণার্থ ভবদীয় শ্রীচরণযুগলের পূজার কোনরূপ ত্রুটি না হয়, এই উদ্দেশে, তিনি অলক্ষিতভাবে আপনার পূজার নিমিত্ত, আমায় পুষ্প আহরণের প্রবৃত্তি প্রদান করিতেছেন। সেই

প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই আমি আ'জ পরম যত্নে সমাহৃত একশত আটটি "বন-কুসুম" লইয়া আপনার শ্রীচরণ-সমীপে উপস্থিত।

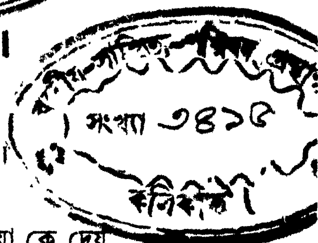
এগুলি সমস্তই শ্বেত-কাঞ্চন-জাতীয় সাদা বন-ফুল। কোন মনোহর বর্ণ বা সৌন্দর্য্য ইহাতে নাই। কোন সৌরভও অনুভূত হইবে বলিয়া ভরসা হয় না। জানি না, ফুলগুলি পূজার যোগ্য কি না। যোগ্য বা অযোগ্য যাহাই হউক, আপনাকে আমার অদেয় কিছুই নাই, এবং দিতেও সঙ্কোচ জ্ঞান করি না। যদি পূজার যোগ্য বিবেচিত হয়, এবং অযোগ্য বলিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত না হয়, তবে অবশিষ্ট জীবন এই প্রকার পুষ্প আহরণেই অতিবাহিত করিব, ইহাই চির-সেবকের আন্তরিক বাসনা। শ্রীচরণে নিবেদন।

সেবক শ্রীনন্দলাল শর্ম্মা।




বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

পুষ্পাঞ্জলি।


সংখ্যা ৩৪১৫
কলিকাতা

সিন্ধু—একতালা।

দেব—এ ফুল আমার নয়, আনিয়া কে দেয়
নীরস মানস-কাননে।
দেব—পূরিয়া অঞ্জলি দিতে পুষ্পাঞ্জলি
তোমারই দুখানি চরণে॥
দেব—রোপিতে জানি না, পালিতে পারি না
ভক্তিলতা অশ্রু-সেচনে!
দেব—ফুলের মত ফুল চিনি না জীবনে
আমার বলি এ ফুল কেমনে॥
দেব—থাকিয়া অলক্ষ্যে, ফেলে দেয় কে বক্ষে,
চোখে পড়ে রাখি যতনে।
দেব—প্রত্যক্ষে না দিয়া, দেয় যে পরোক্ষে
(শুধু) জুড়াতে তাপিত পরাণে॥
দেব—নহে জাতি, যূথী, মল্লিকা. মালতী
শ্বেত মাত্র, ফুল চিনিনে।
দেব—নহে কুমুদিনী, কাঞ্চন, কামিনী,
আলোকিত নহে বরণে॥

দেব—সৌরভ-বিহীন বন-ফুল তব
পূজার যোগ্য কিনা জানিনে।
দেব—বুঝে না যে মন, সার ভাবি চরণ,
সমর্পণ করি চরণে ॥



অবতরণিকা।

মানুষ অবস্থার দাস। শারীরিক বা মানসিক অবস্থা যখন যেমন থাকে, মানুষ তখন তেমনই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এইজন্য মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিনিচয় ঘটনাবহুল জীবনসংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি চির-দিন সংসারে বৈচিত্র্য-লেশহীন জীবন, সাধারণ ভাবে যাপন করিয়া আসিয়াছে, অবস্থান্তরে সেও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ক্ষেত্রে মানসিক বৃত্তির বিকাশ প্রদর্শন করিতে পারে। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নগণ্য জীব, চিরদিন গড্ডলিকা-স্রোতে গা ঢালিয়া কালাতিপাত করিয়া আসিয়াছি, অকস্মাৎ কালের অমোঘ দণ্ডাঘাতে আমারও সেই অকিঞ্চিৎকর জীবন-স্রোত ভিন্ন খাতে পরিচালিত হইয়াছে। আমি যে কখনও লেখনী ধারণ করিব, আমি যে কখনও কবিতা সঙ্কলন করিব, আমি যে কখন সেই কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিব, ইহা আমার ঘটনাহীন জীবনের স্বপ্নাতীত ছিল। কিন্তু যে দিন সেই সর্ব্বমঙ্গলময় পরম পুরুষের অপরিজ্ঞাত বিধানে আমার সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী জীবনসঙ্গিনী আমার সংসারকে সাহারার মরুভূমিতে পরিণত করিয়া সুখ-দুঃখের অতীত লোকে চলিয়া গেলেন, সেই দিন আমার হৃদয়মধ্য দিয়া কি এক অননুভূত, তড়িৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল, তাহা আমি কিরূপে জানাইব? কে যেন আমার অন্ধকারময় জীবনে আলোক

আনিয়া দিল, আমি সেই আলোকে, পথহারা হইয়াও, আবার পথ পাইলাম। শান্তিহারা অশান্ত হৃদয় শূন্যপ্রায় হইয়া হাহাকার করিতেছিল, কে যেন তাহাকে অমৃত-সাগরের সন্ধান বলিয়া দিল। সেই সঙ্কেত বুঝিয়া আমি লেখনী ধারণ করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে যাহা লেখনীমুখে নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা অবতরণিকার শেষভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অপরের নিকট অকিঞ্চিৎকর হইলেও উহা আমার নিকট স্বর্গীয় পারিজাত। উহাতে আমি কি শান্তি, কি আনন্দই উপভোগ করিয়াছি! তখন জানিতাম, ইহাই আমার প্রথম এবং ইহাই আমার শেষ গান। ইহা যে অন্যান্য গানের সহিত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। ঐ সময়ে অত্রত্য "সুহৃদ্-নাট্যসমাজ"-প্রদত্ত উৎসাহে ও অনুরোধে, সম্রাটের জন্মদিন ও কয়েকজন মহোদয়ের বিদায় উপলক্ষে কয়েকটি গান ও পদ্য রচনা করি, তন্মধ্যে দুই একটি এই পুস্তকের শেষ ভাগে সন্নিবেশিত হইল।

তৎপরে অবশিষ্ট গানগুলি সঙ্গীতজ্ঞ সুগায়ক মহোদয়গণের উৎসাহে বিরচিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সেগুলি প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। পাছে শিক্ষিত-সমাজে হাস্যাস্পদ হই, এই আশঙ্কায় এইগুলি প্রকাশের যোগ্য কিনা, দেখাইবার জন্য আমি কয়েকবার কলিকাতা যাই। মেটকাফ্ প্রেসের স্বত্বাধিকারী আমার পরম বন্ধু পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাণ্ডুলিপি দেখিয়া পরম আনন্দ

প্রকাশ করেন এবং স্থানে স্থানে আবশ্যকমত সংশোধন করিয়া দেন। তিনি এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধেও অনেক সাহায্য করিয়াছেন। আমার সোদরপ্রতিম প্রিয়তম ছাত্র পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীভূষণ মুখোপাধ্যায় গানগুলি শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আমার চিন্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পুস্তকের কাগজের মূল্য মেটকাফ্ প্রেসে পাঠাইয়া দিয়া ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমার পরম বন্ধু প্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার বন্ধু "অহল্যাবাঈ" "বাজীরাও" প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় গানগুলি শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ ও উৎসাহ প্রদান করায়, আমার চিন্তার অনেক লাঘব হয়। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ রাও সঙ্গীতাচার্য্য মহোদয়ের অন্যতম প্রিয় শিষ্য আমার প্রিয়তম ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু জিতেন্দ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় গানগুলি দেখিয়া ও অধিকাংশ গান গাহিয়া পরম আনন্দ প্রকাশ ও অনেক সুপরামর্শ প্রদান করেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতাসহ স্বীকার করিতেছি যে, স্নেহভাজন সুগায়ক শ্রীযুক্ত বাবু নিকুঞ্জবিহারী মাইতি প্রায় প্রত্যেক গান সুর-তালাদি সম্বন্ধে সংশোধন পূর্ব্বক গাহিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। স্বনামপ্রসিদ্ধ মধুরকণ্ঠ সুগায়ক ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন রায় মহাশয় প্রায় সমুদয় গান দেখিয়া স্থানে স্থানে সংশোধন

করিয়া দিয়াছেন এবং কতকগুলি গান গাহিয়া মোহিত করিয়াছেন। মহিষাদলাধিপতির সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু প্রবোধচন্দ্র দত্ত মহাশয় কতকগুলি গানের সুর পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। প্রিয়তম শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গানগুলি সুমধুরভাবে গাহিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। অত্রত্য স্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় গানের ভাষা দেখিয়া দিয়াছেন। প্রিয়তম শ্রীযুক্ত বাবু অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং ও তাঁহার বন্ধুবান্ধব দ্বারা সংশোধনকার্য্যে অনেক সহায়তা করিয়াছেন।

খড়্গপুর বি, এন্, আর্
৬ই বৈশাখ ১৩২২ সাল। } শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃথা অন্বেষণ।

ইমন-কল্যাণ—একতালা।

(বল) বল সমীরণ, গেলে এ জীবন,
প্রাণ-বায়ু কোথা যায়।
অনিল অনিলে স্বভাবতঃ মেলে,
তাই সুধাই ভাই তোমায়॥

তোমাতে মিশিলে তোমারই পরশে,
হ'ত অনুভব দেহে অনায়াসে,
তবে কি লুকায়ে রাখি দূরদেশে
সাধুবেশে ভ্রম ধরায়॥

শূন্যেতে সন্ধানে হেরি শূন্যময়,
শ্মশানে সলিলে অনল উদয়,
আঁধারে খুঁজিলে অন্ধকার ঘোর,
আলোকে হেরি অমায়॥

বাতাসের মর্ম্ম তুমি জান বেশ,
সদা আস যাও, না দাও উদ্দেশ,
কি দোষে ভাসাও তুমি অবশেষ
মহা সিন্ধু দুরাশায়॥

অনুনয়,—লয়ে এস একবার,
হ্রাস হ'ক বিষম মর্ম্ম-বেদনার,
না হয় লয়ে যাও জীবন আমার,
তুমি ভিন্ন অনুপায় ॥
মিশে আছে কি সে অনন্ত আকাশে,
কিম্বা সুনির্ম্মল অনন্ত জিনিসে,
ফিরে কি আর আসে চির-দুখাবাসে,
মায়াবশে পুনরায় ॥
সর্ব্বত্রই গতি, বল কোন্ লোকে
স্থিতি এখন, পার জানিতে পলকে,
শান্তিনিকেতনে বসতি পুলকে
জানায়ে তোষ হিয়ায় ॥



বিষয়, রাগরাগিণী ও তাল-নির্ণায়িকা সূচী।



বন-কুসুম।

বন-কুসুম।



প্রার্থনা।

খাম্বাজ-মিশ্র—কাওয়ালী।

("এস পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে" সুর।)

এস অম্বুজ-বাসিনি শ্বেতাঙ্গে।
এস গীতি-প্রসূতি মা, সঙ্গীত-তরণি,
কল্পনা-তটিনী-তরঙ্গে ॥
তব করুণাবলে কীর্ত্তি লভিল মা,
পৃথ্বীতলে কত দেহী,
সঞ্জীব অমর নশ্বর কত নর
তব মহিমা-গুণ গাহি ;
ভূষিত গৌরবে অক্ষয় সৌরভে
কে করিল ভুমি বিনা মায়ি,
তব বীণাঝঙ্কারে সঞ্চারে চেতনা,
অচেতন অবশ অঙ্গে ॥
লক্ষ্মী সহিত তুমি যুক্ত হইলে মা,
যোজিত স্বর্ণ সোহাগে,
ভিন্ন করুণা তব, স্বর্ণ-শোভিত গেহ

শূন্য গহন মনে লাগে,
তব কৃপা বিহনে সম্পদ্ বিফল,
আলোকে আঁধার জাগে,
তাই কিছু চাহি না, চাহ বারেক মা
অকৃতী পানে কৃপাপাঙ্গে ॥
মূর্চ্ছনা-স্বর-লয়-স্বষ্টিকারিণি মা,
দৃষ্টি-দায়িনী তুমি তিমিরে,
অঙ্কিত ফল-ফুলে পল্লব-মুকুলে
শীতল-মলয়-সমীরে,
বুদ্ধিরূপিণী তুমি ভক্ততোষিণী মা,
শক্তিদায়িনী হৃদি-মাঝারে,
জ্ঞানদায়িনী তুমি ভিন্ন নাহি মা গতি,
পরমাদ-সংশয়-ভঙ্গে ॥
জীবন-ফেনরাশি কালপ্রবাহে ভাসি,
চ'লে যায় দিবা-নিশি বহিয়া,
মিশিবে অচিরকালে অন্তবিহীন জলে,
কে রাখিবে খরবেগ রোধিয়া,
অজ্ঞান চিরসাথী, শঙ্কিত তাই অতি,
সম্বল কিছু নাই সঙ্গে,
নিস্তার কর মা বিস্তারি করুণা
দুস্তর সাগর-তরঙ্গে ॥

আশ্রয়-প্রার্থনা।

খাম্বাজ-মিশ্র—কাওয়ালী।

এস দুর্গতি-নাশিনি দুর্গে।
এস দীনজননি মম বিঘ্নবিনাশিনি
নাশিতে অরি-রিপুবর্গে ॥
ভক্তি-সাধনাবলে মুক্তি লভিল মা,
কত শত পাপ-যুত দেহী,
জীবনে জানি না ভক্তি সাধনা মা,
শ্রদ্ধাবিহীন দীনে ত্রাহি,
জানি জননি এই, করুণার সীমা নেই,
কিঞ্চিত তাই কৃপা চাহি,
এই কর শঙ্করি, যেন মা পরিহরি
মোহ মায়া উপসর্গে ॥
সিংহ-আসনে কেন বাঞ্ছিত-চরণ
জীর্ণ মানসে মম দেহি—
শ্রীচরণ-পরশে সার্থক জীবন
জন্ম সফল করি মায়ি,
সংসার-ঝটিকায়, ছিন্ন হৃদয় কায়,
ভিন্ন ও পদ গতি নাহি,
চাহি চরণ শুধু, চাহি করুণা মা,
চাহি না সম্পদ স্বর্গে ॥

দুর্গম পথে মা, ভ্রান্ত পথিক যদি
পিছলি পড়ে পথ সরিয়া,
তুমি বিনা দয়াময়ি, রক্ষা করিবে কে
লক্ষ্যবিহীন জনে তুলিয়া,
পদে পদে বিপদ, পরমাদবশে মা,
দুর্দ্দিন ঘটে যদি দুর্গে,
আশ্রয় পাই যেন সঙ্কটে শঙ্করি
দুর্ভেদ-পদযুগ-দুর্গে ॥



নৈরাশ্য।

গৌরী—একতালা।

("সেথা আমি কি গাহিব গান" সুর)

আমি কেমনে পাইব ত্রাণ।
সদা চিন্তা অন্তরে, নিরাশা হুঙ্কারে,
কম্পিত করে প্রাণ॥
আমি চিনি না শঙ্করি তোমারে,
চিনি না তোমার শঙ্করে,
চিনি না তব লম্বোদরে
সিদ্ধিদাতা প্রধান॥
আমি জানি না অন্য দেবী দেব,
চিনি না কন্যা কমলা তব,
শুনিনি বাণী-বীণা-রব
শুনিনি মধুর তান॥
আমি ষড়াননে তব চিনি না,
শিখিরব শুধু শিখি মা
কোথা পাব সে কোকিল-কণ্ঠ
জাগাতে জগত-প্রাণ॥
আমি চিনি না মহিষ মূষিক বেশ,
চিনি গো সিংহ অসুর শেষ,

তাই মা খলতা হিংসা দ্বেষ,
কঠিন হিয়া পাষাণ ॥
আমি ভ্রান্তি-তিমিরে চির নিপতিত,
জ্ঞান-আলোকে নহি আলোকিত,
ভক্তি কভু চিনি না জননি,
না জানি সাধনা ধ্যান ॥
আমি জানি না কোন মূলমন্ত্র
বুঝি না কোন তন্ত্র যন্ত্র
না জানি জননি কোথায় তুমি
কোথা আছে ভগবান্ ॥



চির-নির্ব্বাসন।

মূলতান—একতালা।

আমি কোন্ অপরাধে অপরাধী এত
দ্বীপান্তরে তাই পাঠালে।
যে দিকে যায় আঁখি, কিছুই না দেখি,
শুধুই বিষাদ-সলিলে॥
কোথা রইল আমার পরমা জননী,
কোথা পরম পিতা সন্ধান না জানি,
কোথা তাঁদের চরণ জলধি-তরণি,
জ্ঞান ধন কোথা রহিলে॥
কোথা ভক্তি শ্রদ্ধা সহায় সম্বল,
কোথা বা সুমতি বিবেক বুদ্ধি বল,
যাতনায় জননি জীবন কেটে গেল
করুণা কই মা করিলে॥



পরা ভক্তি।

খাম্বাজ—মধ্যমান বা যৎ।

তারা, পরা ভক্তি কোথা পাই ?
(মিছা) ভক্ত সেজে ধর'-মাঝে
মুখে তারা তারা গাই ॥
শুদ্ধ সদাচারের ভান,
করি সারা দিনমান,
নিশাকালে তোমায় ভুলে
ভাবি কত ভস্ম ছাই ॥
কত কাল আর দিব ফাঁকি,
আমার মা আর ক'দিন বাকী,
ফাঁকি দিতে ফাঁকে প'লাম,
এখন দেখি উপায় নাই ॥
তরিবারে ভবসিন্ধু,
ভক্তি নাই মা এক বিন্দু,
কৃপা পেলে বিন্দুমাত্র,—
পারাবার-পারে যাই ॥

—:*:—

তুষার।

বেহাগ—কাওয়ালী।

('নবীন যৌবনে কত আশা মনে' সুর।)

কত কাল তরে, আছ গিরি-শিরে,
তুষার আকারে জমিয়া।
কোন্ মায়াবশে, কি সুখের আশে,
আছ রজতবেশে বসিয়া॥
প্রখর তপন-তাপ যবে, দেহ পরশিবে,
আর কি তাহে রবে লাগিয়া,—
তখনই বিচূর্ণ হ'য়ে, কত দুখ সয়ে;
পড়িবে যে গিরি বহে সরিয়া॥
হ'য়ে সলিলে পরিণত, হবে প্রবাহিত,
প্রবাহিণী সহ কত মিশিয়া,—
অন্ত করিবে ক্লেশ, ঘুরি কত দেশ,
অশেষ-সাগরে শেষ পড়িয়া॥
আমারও তোমারই দশা, করি কত আশা,
আছি হে সংসারে খাসা লাগিয়া,—
ভীষণ সন্তাপে মোরে, চূর্ণ চূর্ণ ক'রে
দিতেছে বিষাদ-নীরে ফেলিয়া॥

আমিও ভাসিয়া যাব, অনন্তে মিশিব,
ক্ষতি নাই যাই যাব চলিয়া,—
অন্তে যেন মহামায়া, পাই এই দয়া,
যাই জাহ্নবী-জীবন দিয়া ভাসিয়া ॥

কোকিল।

(বসন্ত—বা বসন্তবাহার—একতালা বা সুর-ফাঁক।)

কে ও বসন্তে সুললিত তানে
সুধারাশি ছড়াও তাপিত পরাণে।
নও ত তুমি পাখী, পাখায় অঙ্গ ঢাকি
ছদ্মবেশে বেড়াও কাননে কাননে ॥
চির-মুকুলিত চির-পল্লবিত
নিকুঞ্জ তব রঞ্জিত কুসুমে।
বিষাদ বেদনা, সেখানে থাকে না,
শ্যাম-গুণগান গাও রে যেখানে ॥
যে কাল বরণে, আলো ত্রিভুবনে,
সে কাল-বরণ পেলে রে কেমনে।
ওহে পিকবর, করি সহচর
দেখাতে কি পার সে কাল-বরণে ॥

—:•:—

মাতৃ-চিত্র-দর্শনে।

মিশ্র-খাম্বাজ—জলদ-একতালা।

('কেন বঞ্চিত হব চরণে' সুর।)

কেন বঞ্চিত শুধু বচনে ?
পটে সব দেখি আঁকা, সেই স্নেহমাখা
বদনে কিবা নয়নে ॥
একবার আয় বাছা ব'লে ডাক মা,
পোড়া হৃদে বড় ব্যথা, সুধামাখা কথা
না শুনি থাকিতে পারি না,—
আঁখি থাকিতে কি মা অন্ধ,
শ্রবণ আছে ত কেন মা বন্ধ,
এই কি দয়া সন্তানে, দেখ না নয়নে,
ডাকিলে শুন না শ্রবণে ॥
এত ভালবাসা কোথা গেল মা,
ক্ষণেকের তরে না দেখিলে ছেলে
মনে পেতে কত যাতনা,—
কাঁদা'লে হও কি সুখী,
দিলে জনমের মত মা ফাঁকি,
এখন কি করিব ছাই, কার কাছে যাই,
স্নেহের প্রতিমা বিহনে ॥

—:*:—

ভূমিকম্প।

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালী।

'ভৈরবে বাজিছে বিকট ভয়াবহ' সুর।

গভীর গর্জ্জনে, কম্পিত ধরাসহ

মহীরুহ ভীষণ পাষাণ!

হায় হায় বিদারিত উচ্চ অটলাচল,

শঙ্কিত কঠিন পরাণ॥

ধরাতলে বহি যায়, বেগ ভয়াবহ,

ভীম ভূকম্পনে, সিন্ধু আলোড়িত হায়,

ভূপতিত চূর্ণ শিখর-শেষ

নিরখিয়া স্তম্ভিত নয়ান॥

তাদৃশ কাল ভীষাণ, ভগ্ন করি দেহ

ভীম যমদণ্ডে, বিচ্যুত করিবে পরাণ,

হা হা দেহ সহ, লুপ্ত হইবে সব,

সাধের বাসনাবসান॥

—:•:—

কি দিয়াছ?

বেহাগ—একতালা।

('অকৃতী অধম ব'লেও ত কিছু' সুর।)

(তুমি) স্নেহের সন্তানে কি দিয়েছ তারা,
দিবার মত কিছু দাওনি।
না দিলে যা নয় তাই দিয়ে শুধু
ভুলায়ে রেখেছ জননি॥

(তুমি) দিয়াছ নয়ন শুধু হেরিবারে
মিছা রূপরাশি, যা হেরি বাহিরে,
দিবার সময় কি খুঁজিয়া কোথাও
অন্তর্লক্ষ্যশক্তি পাওনি॥

(তুমি) দিয়াছ চরণ চলিতে যখন,
কর নাই ত মা পথ নিদর্শন,
পথভ্রষ্ট হ'য়ে বিপথে মা যাই,
সুপথ দেখায়ে দাওনি॥

(তুমি) দিয়াছ মা মন, থাকে না যে বশে,
আসে যায় কোথা অলক্ষ্যে নিমেষে,
বিমানেও যায়, কিন্তু নীচে চায়,
লক্ষ্য ঠিক ক'রে দাওনি॥

(তুমি) দিয়াছ সমীর, রাখিতে জীবন,
মহাসুখে সদা সেবি সমীরণ,
যাহা লয়ে খেলা করে সাধুগণ,
সে খেলা কই শিখাওনি ॥
(তুমি) দিলে কি রসনা পূরিতে বাসনা
ছার রসে শুধু, কেন শিখালে না
বলিতে পুলকে সুধামাখা নাম
কলুষ-নাশিনী তারিণী ॥
(তুমি) হৃদয়ে বসিয়া যা করাও করি,
যা শিখাও শিখি, যা দেখাও হেরি,
তবে কেন দীনে শিখাওনি নাম
ভবভয়-দুখ-নাশিনী ॥



ভ্রান্তি-বিনাশ।

সিন্ধু-খাম্বাজ—একতালা।

('মন চল নিজ নিকেতনে' সুর।)

কেন ভ্রান্ত মৃগ ধায় বনে।
চারিদিকে চায়, ছুটিয়া বেড়ায়,
কি রতন অন্বেষণে ॥
কাননে কন্দরে, পাহাড়ে প্রান্তরে,
জ্ঞানহারা হ'য়ে নিয়ত বিহরে,
ত্যজিয়া আবাস চলি যায় দূরে
পড়ি কোন্ প্রলোভনে ॥
কি লাগি তৃষিত, মোহিত কি বাসে,
কি অমূল্যধন লভিবার আশে,
ভ্রমে অবিরত, বিরত বিলাসে,
কত সয় অকারণে ॥
স্থিরচিত্তে মৃগ দাঁড়াও তরুমূলে,
দেখ সে ধন মূলে মেলে কি না মেলে,
যদি খুঁজে মেলে নিজ অন্তস্থলে,
কি কায বৃথা আর ভ্রমণে ॥

তুমি পশু, আমি প্রাণীর প্রধান,
জ্ঞান নাই, তবু আছে তার ভান,
(কেন) ভ্রান্তিদোষে অন্ধ উভয়ে সমান
আঁখি বিরাজমানে ॥
শান্তি যদি চাও তাপিত পরাণে,
ভ্রান্তি ঘুচাই এস মিলিয়া দু'জনে,
যতনে সন্ধান করি নিজ ধনে,
ছিন্ন করি আবরণে ॥

অন্তিম কামনা।

ছায়ানট—কাওয়ালী।

'গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম'
ব'লে কবে প্রাণ যাবে।
অন্তর্জ্বালা ভুলি তখন,
হরি নাম কি স্মরণ হবে ॥
দুখে সুখ মনে করি,
মুখে কভু বলিনি হরি,
ভবদুখ অন্ত করি,
হরি দীনে কি আর সদয় হবে ॥

—:*:—

আগমনী।

ভূপালী-মিশ্র—আড়াঠেকা।

এস মা ঈশানী আমার,
কত দিন দেখিনি তারা।
বরষ পরে নয়ন ভ'রে
হেরি তোমায় দুখহরা ॥
জানি না, মা মহামায়া,
ধরায় তোমার কেমন মায়া,
দু'দিন তরে দেখা দিয়ে,
ক'রবে আবার তারাহারা ॥
রূপে আলো করি মহী,
এলে যখন দয়াময়ি,
নয়ন ছাড়া হ'ও না আর
আঁধার করি সারা ধরা ॥



বাসনা।

বিভাস—একতালা।

('আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ' সুর।)

আমি অযতনে কত রতন হারাই
না দেখি বুঝে।
আমি জানি কি নিহিত দুর্ল্ভ নিধি
এ হৃদি-মাঝে॥

মিছা রূপরাশি নয়নের ধাঁধা
অমূলক চিন্তা অন্তরের বাধা
অসার সংসার বিমোহিত রাখে,
সুন্দর সাজে॥

এ বিষম বাধা কেমনে এড়াই,
মায়া-ঘোরে সে ঘর খুঁজিয়া না পাই,
সে আবাসে চিনি কেমনে বা যাই,
যথা বিভু বিরাজে॥



শব-দর্শনে।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

('বেলা যে ফুরায়ে যায়' সুর।)

সলিলে ভাসিয়া যায়, তরঙ্গে সুখে দোলায়
মহাসুখী কোন্ মহাযাত্রী।
সুবিমল সুখাসনে সুশীতল কায়,
নীরবে চলিয়া যায়
মহাসুখী কোন্ মহাযাত্রী॥
আঁখি নিমীলিত, মহত ধ্যান,
প্রাণ সমাহিত নির্ম্মল জ্ঞান,
ত্যজিয়ে ভব-চিন্তায়, শান্তিনিকেতনে যায়,
মহাসুখী কোন্ মহাযাত্রী॥
সংসার-ভীতি, অসার প্রীতি
আর কি কিছু আছে তায়, সকলি ফেলিয়া যায়,
মহাসুখী কোন্ মহাযাত্রী॥

—:*:—

শ্মশানে।

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

('ছাড়িয়ে সংসার কোথা চ'লে যাও' সুর)

আসিয়ে শ্মশান, মহানিদ্রা যাও
সংসারের মায়া ভুলিয়ে।
প্রাণেরই সমান স্নেহের সন্তান
চলিলে কোথায় ফেলিয়ে॥
রহিল কোথায় বিষয়-বৈভব,
কোথা পরিজন স্বজন বান্ধব,
রহিলে নীরব, হেরিলে না সব
বারেক নয়ন মেলিয়ে॥
রোদনের রোল, এত হাহাকার
আর না পশিল শ্রবণে তোমার,
এই কি পরিণাম মায়া-মমতার?
সবে গেলে শেষ কাঁদায়ে॥
উদাসমানসে আছ কি চিন্তায়,
না ভাবিলে কার কি হবে উপায়,
কোন্ প্রাণে দিলে অভাগা সবায়
অকূল পাথারে ভাসায়ে॥

—:•:—

চির-তিমির।

যোগিয়া—একতালা।

আমার নয়ন বাঁধিল, কে বাদ সাধিল,
আঁধারে রাখিল কে মা।
নয়ন মেলিয়ে জগতের শোভা
নিরখিতে কেন পাই না॥

রবি শশী তারা তোমারই রচনা
সুনীল আকাশে প্রকাশে করুণা,
সমীর-হিল্লোলে তরুলতা দোলে,
তার পানে কেন চাই না॥

পল্লব-মুকুলে বিকসিত ফুলে,
শ্যামল ধরণী শিশির-সলিলে,
মহিমা তোমার কত বিরাজিত,
দেখিয়া দেখিতে পাই না॥

নবীন নীরদে, চপলার কোলে,
অনিল অনলে, সাগর অচলে,
অখিল সংসারে তুমিই অঙ্কিত,
হেরি বিমোহিত হই না॥

পাখীর সুতানে, কাননে কন্দরে,
ভূচরে খেচরে, কিম্বা জলচরে,
সমুদয়ে তুমি আছ প্রকাশিত,
দেখি পুলকিত হই না ॥

আগমনী।

ভুপালী-মিশ্র বা বিভাস-মিশ্র—আড়াঠেকা।

মা, তোমার কি এত দিনে
মনে হ'ল বসুন্ধরা।
ধরা কি তোর, বল্ মা তারা,
সারা জগৎ সৃষ্টি ছাড়া ॥
দেখ্‌ব ব'লে ব্যাকুল হ'য়ে,
আছি আশাপথ চেয়ে,
উমা তোমায় দেখ্‌ব কি মা,
(আমার) দু'নয়নে বহে ধারা ॥
এবার এলে বাসনা, মা,
রাখ্‌ব হৃদে সমাসীনা,
ক'র্‌ব না আর নয়ন ছাড়া,
তারায় তারা, রাখ্‌ব তারা ॥

—:•:—

সুখান্বেষণ ।

মিশ্র-খাম্বাজ—জলদ-একতালা ।

('কুটিল কুপথ ধরিয়া' সুর ।)

সারাটি জীবন ধরিয়া, সুখ চাহিয়া, ধাই ছুটিয়া হে,—
সুখ অন্বেষণ—দেহ-ধরম,
তাহে কেমনে যাব গো পাসরিয়া ।

(সেই) মিথ্যা মরীচিকা আসিয়া আমারে
ল'য়ে যায় গৃহ-বাহিরে ;
(আমি) ছুটি পাছে পাছে, ভাবি গেছি কাছে,
চাহি দেখি, আছি তবু দূরে হে ;—
কভু মনে করি যেন ধরি ধরি,
তখনই নেহারি গেছে সে সরিয়া ॥

(আমি) সুখেরই লাগিয়া হইয়া অন্ধ,
আসিয়াছি পথ ছাড়িয়া ;
(আমায়) দুখকূপ-মাঝে কে ফেলিল আনি,
তুলিবে কে বল টানিয়া হে ;—
তুমি পাতকি-তারণ, তোলো এ পাতকী
তব করুণারশীতে বাঁধিয়া ॥

(তুমি) নিত্য সুখের সুপথ দেখাও
অধমে করুণা করিয়া ;
(আর) অসার সুখের আশায় যেন
ধাই না কখন ছুটিয়া হে ;—
যেন সুখবাসে আবরিত দুখ
যাই জনমের মত ভুলিয়া ॥



মূলে ভুল।

সিন্ধু—একতালা।

('আমি সকল কাযের পাই হে সময়' সুর।)

(হরি) দারা সুত চিনি ভাই বন্ধু সবে,
তোমায় কেন বল চিনিনে।
(হরি) অনর্থের মূল অর্থ বেশ বুঝি,
পরমার্থ কেন বুঝিনে॥
(হরি) বিষয় বৈভব জানি বিলক্ষণ,
দয়াময়ে শুধু জানিনে।
(হরি) দেহ গেহ হেরি তন্ন তন্ন করি,
চরণ-যুগল কেন হেরিনে॥
(হরি) অসার সংসার সদা সার ভাবি,
তোমারে কই ত ভাবিনে।
(হরি) সারা ধরা গর্ব্বে সরা জ্ঞান করি,
জগৎপতি কভু মানিনে॥
(হরি) মানচিত্রে আঁকি দেশ-দেশান্তর,
তোমারে হৃদয়ে আঁকিনে।
(হরি) মনচিত্রে কত দেখি যে মূরতি,
তোমারে খুঁজিয়ে পাইনে॥

(হরি) কি হবে উপায় অন্তিম দশায়,
পতিতপাবন বিহনে।
(হরি) সম্বল শুধু তব চরণতল,
অন্য বল কিছু দেখিনে॥

ভ্রান্তি ঘুচাও।

কেদারা—যৎ।

তুমি ত কাণ্ডারী হরি অকূল ভবপাথারে।
সম্বলবিহীন জনে বল কেমনে যায় পারে॥
অপার করুণা তোমার, জানি না তা কার উপরে।
করুণা কি বিলাও হরি ধনী নির্ধন বাছাই ক'রে॥
লীলাময়ের লীলা-খেলা শক্তি নাই বুঝিবারে।
ধনী হ'লে ভয় ছিল না নির্ধন ব'লেই ভয় যে করে॥
আশঙ্কা হ'ত না মূলে হরি বুলি শিখ্‌লে পরে।
হরিনামের যে মহিমা সাধ্য নাই জানিবারে॥
ভ্রান্তি ঘুচাও দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু কয় তোমারে।
তব নামে পরিণামে জীবে ভবসিন্ধু তরে॥

—:*:—

কর্ম্মফল।

ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

("যত দিন যায় তত কায বাড়ে" সুর)

যেমন কর্ম্ম আমার, তেমনই ফল ভোগ
তবু ত জ্ঞান কই কিছু হ'ল না !
হ'ল হবার যত এ জন্মের মত,
জন্মান্তরের ভাব্‌না মনে পড়ে না ॥
বিষম কঠোর জঠর-যন্ত্রণা,
তার পর কত সংসার-লাঞ্ছনা,
কার আশ্রয় পাব, কে পালিবে কোথা
ভুলেও তা কখন ভাবি না ॥
জীবন কেটে গেল, আয়ু্‌ হ'ল শেষ,
তবু না সেবিলাম কভু পরমেশ,
কুপথেতে গতি, অসৎ কর্ম্মে মতি,
এখনও কই ত আমার গেল না ॥



সংসার-মরু।

সাহানা-মিশ্র—একতালা।

("আমায় লোহার বাঁধনে বেঁধেছে সংসার" সুর)

সোনার সংসার কি আর, নাইক তারা ধরায়,
বালির প্রান্তর তাই দিলে আমায়।
চারি দিকে শুধু, বালি করে ধূ ধূ,
তাপের জ্বালা আর সহা না যায়॥
নাহি তৃণ লতা নাহি জলাশয়,
না আছে সুপথ মরুভূমিময়,
জীব-জন্তু কোথা, কোথা বা স্বজন,
(আবার) সবই হেরি মায়া-মরীচিকায়॥
পিপাসা প্রবল, কোথা ভক্তি-বারি,
নামে রুচি নাই ক্ষুধার জ্বালায় মরি,
পথ না দেখালে করুণা বিতরি,
শান্তি-নিকেতন মা পাই কোথায়॥

—:*:—

বাষ্প।

বেহাগ—কাওয়ালী।

জলধি-জীবনে জনমি কেমনে,
বিচর বিমানে ভাসিয়া।
সাধ হিত কত হইয়া বারিদ,
সুধা-ধারামত ঝরিয়া॥
মিশি শেষ প্রবাহিণী সনে, যাও একমনে,
সেই সিন্ধুজীবনে বহিয়া।—
বাষ্প, যেথা হ'তে এলে, সেথা গেলে চ'লে,
কত মঙ্গল সাধিলে আসিয়া॥
অনন্ত কি হ'তে আমিও ত আসি, সদা শূন্যে ভাসি,
পুনঃ গিয়া তাহে মিশি কাঁদিয়া।—
হই হিতাহিতজ্ঞানরহিত, অহিতেই রত,
সাধি না ত কোন হিত আসিয়া॥
তাই মিনতি তোমারে, শিখাও রাখিবারে
মতি পর-হিত তরে সঁপিয়া।—
(যেন) শুনি সাধু উপদেশ, ছাড়ি হিংসা দ্বেষ,
ত্যজি প্রাণ পরমেশ স্মরিয়া॥

—:*:—

বঞ্চনা।

সিন্ধু-কাফি বা জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

কোথা হে দয়াল হরি, দয়া কই করিলে।
দিলে না ত দরশন, এ জীবন-কালে॥
বঞ্চিলে কি ব'লে॥
জীবনে দিলে না দেখা, জীবনান্ত হ'লে।
আর কি আছে আশা মম, চরণযুগলে॥
বঞ্চিলে কি ব'লে॥
চরণ না মেলে যদি, অধম-কপালে।
পদধূলি মেলে কি হে খুঁজিলে ভূতলে॥
বঞ্চিলে কি ব'লে॥
ধূলিও না মেলে যদি আছে চরণ-রেখা।
তাও দেখা কি নাই লেখা এ পোড়া ভালে॥
বঞ্চিলে কি ব'লে॥
সকলই বঞ্চিলে হরি, পদধৌত জলে।
মিটাইব তৃষা মম জাহ্নবী-সলিলে॥
বঞ্চিলে কি চলে॥

—:*:—

জীবন-স্বপ্ন।

মল্লার—কাওয়ালী।

("সাধের ঘুমঘোর কভু কি ভাঙ্গিবে না" সুর)

সাধের স্বপনে তারা, বিভোর হয়ে আছি মা।
কখন বিমানে যাই, হাতে যেন চাঁদ পাই,
কভু সুখে সুধা খাই, মনে করি আর সেই
ছার চেতনা চাই না॥
কখন মা সোনা ছেলে, আধ আধ বুলি ব'লে,
আদর পেয়ে উঠি কোলে, ক্ষুধায় চঞ্চল হই মা।—
কভু সংসারে সংসারী হই, দুঃখের বোঝা শিরে বই,
সন্তাপে মা অশ্রু ঝরে, আশায় করে সান্ত্বনা॥
(কভু) ভ্রমে ভাবি সবই আমার, বুঝি না মা কেবা কার,
আমি কার কখন তা ভুলেও একবার ভাবি না।—
'আমার আমি' ঝটিকায় জ্ঞানালোক নিভে যায়,
পরে ভাবি আপনার, আপন চিন্‌তে পারি না॥
কভু হাসি দুখ ভুলে, কভু ভাসি অশ্রুজলে,
কখন যাই রসাতলে, দুখের সীমা থাকে না।—
অমূলক চিন্তায় বিভোর, ভেঙ্গে দাও মা স্বপনের ঘোর,
বারেক মা গো দেখা দিয়ে পূরাও মনের বাসনা॥

—:•:—

মিলন আশা।

বেহাগ—কাওয়ালী।

বসিয়া বিমানে, আকুল পরাণে
কি হেরিছ শশী হাসিয়া।
কার পানে চেয়ে, মেঘেতে লুকায়ে,
হাসিছ বাহিরে আসিয়া॥
কত যুগ কত কাল তুমি, ছাড়া প্রণয়িনী,
বল, সুখে ভাসি আমি শুনিয়া।—
কোন্ মহা দূরদেশে, কাহার প্রয়াসে,
হারানিধি পেলে শেষে খুঁজিয়া॥
একবার হারাইলে, আর কি কোথাও মিলে,
দেখিতাম ব'লে দিলে খুঁজিয়া।—
ভাসা মেঘে আছ ঢাকা, সরিলেই পাও দেখা,
যায় কি পাষাণ ঢাকা সরিয়া॥
কুমুদিনী কি আসে ফিরে, দেখিতে তোমারে,
হরষ সরসী-নীরে ভাসিয়া।—
আসার আশায় ভুলে, থাকি, ব'লে দিলে,
থাকি না দুরাশা-জলে ডুবিয়া॥



আত্মানুসন্ধান।

ছায়ানট—একতালা।

মলয়ানিল সুমন্দ বহিল,
সুগন্ধ ছুটিল সারা ধরায়।
দেব পরিমল সমীর বুঝি রে
মাখিয়া শরীরে জীবে বিলায়॥
ধন্য সমীরণ! সৌভাগ্য তোমার,
যথা ইচ্ছা গতি আছে অনিবার,
দিবে কি সন্ধান জগৎপাতার,
কোন্ পথে পথিক তাঁহারে পায়॥
তুমি ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই,
কার সাধ্য উড়ায় বদ্ধ মায়া ছাই,
ভস্ম চাপা অনল যদি দেখাও ভাই,
চিরদিন শিরে রাখি তোমায়॥

ভ্রান্তি-বিকাশ।

সিন্ধু-খাম্বাজ—একতালা।

মন কেন ভ্রম এ কাননে।
হ'ল না কি শ্রান্তি, গেল না ত ভ্রান্তি,
শান্তি পেলে কি এখানে॥

এ সংসারবাসী সাধে বনচারী,
এ অরণ্য ভীষণ রাক্ষসের পুরী,
রিপুদল সদা চারু বেশ ধরি
হরণ করে কত রতনে ॥

কামিনী কাঞ্চনে কুসুমিত বন,
মায়া-মৃগ তাহে করে বিচরণ,
সেই প্রলোভনে পড়ি ভ্রান্ত জন
হারায় হৃদি নিধি ধনে ॥

যদি যেতে চাও নিত্য পুণ্যধাম,
পেতে চাও যদি অন্তরে আরাম,
রাম নাম হৃদে স্মর অবিরাম
সহায় করি সমীরণে ॥

এক পথে বায়ু যাক্ মূলাধারে,
অন্যপথে আবার আসিবে বাহিরে,
বিরামে আঘাত করি গুপ্ত দ্বারে,
চেতন কর অচেতনে ॥

পথের কথা শুধাও সাধু পান্থ চিনি,
যোগে যাগে যদি জাগে কুণ্ডলিনী,
মহাসুখ শান্তি মিলিবে তখনি
যাবে নিজ নিকেতনে ॥



উপায়-চিন্তা।

পূরবী—আড়াঠেকা।

বেলা গেল এই বেলা,
খেলা ফেলে উঠ মন।
খেলায় ভুলে রইলে তুমি,
পারের নাই কি প্রয়োজন ॥
সম্মুখে ভব-সাগর,
কেমনে হইবে পার,
ক'রেছ সঞ্চয় কিবা
খেটে খেটে আজীবন ॥
জীবন ত ফুরায়ে যায়,
ক'রেছ কি সদুপায়,
ডেকেছ কি কর্ণধারে
যতনে কখন মন ॥

—:*:—

পুত্র-শোকে।

ভৈরবী—একতালা।

নিদারুণ বিধি, বুকে শেল বিঁধি
নিলে প্রাণনিধি কি বিধানে।
আর কি পাব ফিরে, জুড়াতে অন্তরে,
জীবন-জুড়ান ধনে ॥

কোথা ল'য়ে গেলে মূরতি সোনার,
কার কোলে দিলে বাছারে আমার,
কে রাখিল সেই জীবন-কুমার
ভুলায়ে এত যতনে ॥
আর কি আসিবে কোলে মা মা বলি,
আর কি শুনিব আধ আধ বুলি,
আর কি হেরিব এ ছার নয়নে
প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানে ॥
কোথা গেলে এখন বাছার দেখা পাই,
অনল-তাপিত জীবন জুড়াই,
দারুণ যাতনা মরম-বেদনা
আর ত সহে না প্রাণে ॥
চেয়ে দেখ হিয়া হ'য়ে আছে দ্বিধা,
অশ্রুবারি ঝরে নাহি মানে বাধা,
জনক-জননী কাঁদায়ে গো সদা
কি সুখ পাও তা ত জানিনে ॥
অনুনয়—একবার এনে দাও কোলে,
শীতল করি প্রাণ বিষম জ্বালা ভুলে,
না হয় ব'লে দাও পাই কোথা গেলে
হেরিতে সে চাঁদ-বদনে ॥

—:•:—

নিষ্কৃতি-কামনা।

খাম্বাজ-মিশ্র—কাওয়ালী।

কোথা জগদুদ্ধারিণি দুর্গে।
এস সাধক-জননী, সাধক-তারিণী,
তারিতে সাধকবর্গে॥
দুর্গা জননী যার, দুর্গতি কেন তার,
দুর্গতিনাশিনী মায়ি,—
জীবনে গেল না, দুঃখ-যাতনা মা,
রহিল মরমে স্থায়ী,—
নিবার বেদনা, তাপিত পরাণে
শীতল চরণ দেহি,—
দীনে দয়া করি, এস মা শঙ্করি,
বারেক পরিহরি স্বর্গে॥
পুণ্য সুকৃতি-বলে, নিষ্কৃতি লভিলে,
তাহে মহিমা তব নাহি,
অপার মহিমা উচ্ছলি উঠে মা
গতি-বিহীন জনে ত্রাহি,
অসীম করুণা বাহি তটিনী হোক্,
তাহে চরণ-তরি দেহি,
সন্তরি ধরি দীন, গীতি গাউক মা
'জয় জগদ্ধাত্রী দুর্গে॥'

অন্তিম সময়ে নির্ঝরি শ্রবণে
দুর্গা অমৃত নাম-ধারা,
আসিবে কি স্মরণে দীন-তারিণী নাম
সন্তাপ-হারিণী তারা,
দুষ্কৃতি-নাশিনী নিষ্কৃতি-দায়িনী
ত্রাস-কলুষ-শোক-হরা,
সম্বল হয় যেন সম্পদ-বিহীনের
জীবন, পদে উৎসর্গে ॥

—:*:—

অনুশোচনা।

বেহাগ—আড়া।

জীবন বৃথা কাটালে।
পড়িয়ে বিষয়-ফাঁদে জ্ঞান হারালে ॥
কোথা স্নেহময়ী মাতা, দয়াময় পিতা কোথা,
দীনবন্ধু জগৎপাতা ভুলে রহিলে ॥
উপায় দেখি না আর, চারিদিকে লৌহ-তার,
এ সংসার যে রুদ্ধদ্বার মায়ার জালে ॥

—:*:—

বিফল জীবন।

যোগিয়া—একতালা।

আমি মিছা আসিলাম, কি কায সাধিলাম,
জীবন বিফলে যায় মা।
হ'ল না সাধনা, হ'ল না ভজনা,
পূরিল না মন-বাসনা॥
এবার আমার হ'ল আসা যাওয়া সার,
কভু না ভাবিলাম ভুলে একবার,
কেমনে তরিব ভব-পারাবার,
জীবন ত্যজিলে কায় মা॥
থাকিতে জননী ত্রিলোক-তারিণী,
থাকিতে জননী পতিত-পাবনী,
থাকিতে মা তুমি দুর্গতি-নাশিনী,
অকৃতীর গতি কি হয় না?

—:•:—

সান্ত্বনা।

ভৈরবী—একতালা।

জনক জননী, চির দৈববাণী
শুনেছ কি কভু শ্রবণে।
বিধি দয়াময়, নিদারুণ নয়,
বিধির দোষ দাও অকারণে॥

তোমাদের বাছা তোমাদেরই আছে,
ভেদ এই মাত্র নাহি দেখ কাছে,
বুঝিয়া দেখিলে দুঃখ ক্ষোভ মিছে,
আছে শান্তি-নিকেতনে ॥
কর্ম্মফলে শিশু মাতা পিতা কয়,
কর্ম্মফল ভোগি যায় নিজালয়,
বিধির এ বিধি চরাচরময়
দেখ না ভাবিয়ে যতনে ॥
এ ধরায় বাছা কে বল কাহার,
মায়া-মোহে ভাবে আমি ও আমার,
কখন আবার দেখিবে তোমার
যতনের সেই রতনে ॥
শোক-তাপ বৃথা, বৃথা হা-হুতাশ,
কায়মনে রাখ বিধিতে বিশ্বাস,
সান্ত্বনা-সঙ্গীতে কর রে উল্লাস,
কি ফল আছে বৃথা রোদনে ॥



মানস-পূজা।

থাম্বাজ—ঠুংরি।

বাসনা পূজি মানসে পাতি হৃদয়ে আসন।
অশ্রু-জলে ধৌত করি রাঙ্গা দুখানি চরণ ॥
মানস-কানন-ফুলে, দুনয়ন বিল্বদলে,
পূজিব, আর মাখাইব পদে ভকতি-চন্দন ॥
ধরম করম আদি, সৎ কিছু থাকে যদি,
উপকরণ করি তায়, করিব মা নিবেদন ॥
সুখ দুঃখ সকলই অন্তর-অনলে জ্বালি,
ধূপ দীপ সাজাইয়া, যেন করি সমর্পণ ॥
চিরদিন আছে পোষা, পশু ছটা পুষ্ট খাসা,
জয় মা বলি বলি দিয়ে, করি যেন বিসর্জ্জন ॥
সহস্রার হুতাশনে, রসনা আহুতি দানে,
মহৎ হোম করি মনে, কেমনে হয় আয়োজন ॥
শোক তাপে জলাঞ্জলি, হ'য়ে নত কৃতাঞ্জলি,
সর্ব্বার্থসাধিকা বলি প্রণাম করি অগণন ॥
(আমার) আকাশ-কুসুম চিন্তা, জানি না মা কোন পন্থা,
দুরাশা নিবৃত্তি করি দক্ষিণা দিয়া জীবন ॥



মন-পাখী।

ঝিঁঝিট-মিশ্র—জলদ-একতালা।

(রামপ্রসাদী সুর)

মন-পাখী তোর কিসের পাখা।
আছিস্ ঘরে ক্ষণপরে বহুদূরে দিস্ যে দেখা॥
খাসা ক'রে যতন ক'রে
বিষম দায় তোয় বাসায় রাখা।
তড়িৎ পাখা কোথায় পেলি, (মন)
এ গতি তোর কোথায় শেখা॥
মায়ের নাম শিখাতে গেলে,
ধরিস্ বিষ-বৃক্ষ-শাখা।
অসার বুলি বলিস্ কত,
সেগুলি কি সুধা-মাখা॥
আকাশে যে যাস্ নিমেষে,
স্বভাব নীচে নজর রাখা।
মায়ের চরণ চেষ্টা কোথা,
ললাটে তা নাই যে লেখা॥



অচিন্ত্য-চিন্তন।

পিলু—যৎ।

অপার মহিমা তোমার, উপায় কি জানিবার।
সর্ব্বস্থানে আছ তারা, তবু তোমায় জানা ভার॥
চিন্তামগ্নী নাম ধর, চিন্তা করি অনিবার।
তারা তোমায় চিন্তে পারা ধরায় আছে সাধ্য কার॥
আছ তুমি, আছে সবার নয়ন তারা চমৎকার।
হৃদয়-মাঝারে তোমায় শক্তি কোথা হেরিবার॥
সকলই দিয়েছ তারা, সকলই আছে তোমার।
মা মা ব'লে ডাকি কত, কর্ণ নাই কি শুনিবার?
মহামায়া নাম তব দয়ার ত পারাবার।
দয়া-মায়ায় নাই কি শুধু সন্তানেরই অধিকার?
অপরাধ থাকে যদি, শক্তি যখন নাম তোমার।
শক্তি নাই কি, মহাশক্তি, অপরাধ ক্ষমিবার?॥

অতৃপ্ত-বাসনা।

ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

কামিনী কাঞ্চনে সুখ-শান্তি নাই,
জানি শুনি তবু বুঝি না।
(আমার) না গেল লালসা, না মিটিল আশা,
আবার কেন তায় বাসনা॥

কোথা সদাচার, কোথা পরমেশ,
সৎসঙ্গ কোথা, সাধু উপদেশ,
পিতৃ-মাতৃ-সেবা, কোথা ভক্তিভাব,
এ সকলে আস্থা কই ত হ'ল না ॥
(আমার) না গেল দুর্ম্মতি, সংসারে বিভোর,
অসৎপথে গতি, সৎকর্ম্মে ওজোর,
কি হবে দুর্গতি আয়ু অবসানে
ভুলেও একবার তা ত ভাবি না ॥

—:*:—

পথ-ভ্রান্তি।

বেহাগ—আড়া।

এস বিপত্তারিণি।
গোলকধাঁধায় প'ড়েছি মা,
নিস্তার কর নিস্তারিণি ॥
বাহিরে যাই মনে করি,
বড় আশায় যে পথ ধরি,
সেই পথেই মা ঘুরে মরি,
ত্রাণ কর মা ত্রিনয়নি ॥
প'ড়েছি কি আকর্ষণে,
কেন্দ্রস্থলে সদাই টানে,
মুক্তির পথে এত বাধা!
ধাঁধা ঘুচাও ভ্রম-নাশিনি ॥

ভ্রান্ত পথিক।

সাহানা-মিশ্র—একতালা।

(আমি) নিবিড় জঙ্গলে প'ড়েছি আসিয়া,
কোন্ পথ ধ'রে বাহিরে যাই।
পাখীর সুতানে, ময়ূর-নাচনে,
রাঙ্গা ফুলে আর সুখ না পাই।
কণ্টকে আকীর্ণ হেরি চারিধার,
বিষধরে পূর্ণ, ঘোর অন্ধকার,
হিংস্র জন্তু কত ভীষণ আকার,
পথ্ পেলে ভাবি ছুটে পলাই॥
গভীর গর্জ্জনে কাঁপে কলেবর,
প্রাণ-ভয়ে মরি হ'য়েছি কাতর,
এ নিকুঞ্জে হরি নিকুঞ্জ-বিহারী
(তোমার) কৃপা বিনা কিসে প্রাণ বাঁচাই॥

—:*:—

সংশয়ে সুখ।

কীর্ত্তন।

(যমুনে তুমি কি সেই যমুনা প্রবাহিণী সুর।)
জননি তুই কি সেই হরশিরোবিহারিণী।
ছি ছি মা কেমন ক'রে কোন্ নজিরে
জগৎ-স্বামীর শিরোমণি॥

কোথা সেই সতীন তোমার,
তাঁর আবার কেমন বিচার,
দিয়ে আছেন পতির বুকে পা দুখানি,
তোদের মা কি মহিমা, পায় না সীমা
কত শত মহামুনি ॥
তরঙ্গে তোর পাড় ভেঙ্গে যায়,
বন্যায় কত দেশ ভেসে যায়,
কেমনে হর জটায় রাখে তরঙ্গিণী ?
ধন্য সেই জটাধারী, ত্রিপুরারি,
তুফান সহে দিন-যামিনী ॥
সাগর-সঙ্গিনী হ'য়ে, পাতালে মা প্রবেশিয়ে,
হ'লে ভোগবতী নামে প্রবাহিণী
তুই ত মা স্বর্গধামে, কি আরামে
পুণ্যতোয়া মন্দাকিনী ॥
ভারতবাসিনী হ'য়ে, উদ্ধারিণী আখ্যা ল'য়ে,
উদ্ধারে কৃপণ কেন নিস্তারিণি—
স্থান দিও এ সন্তানে, ঐ চরণে,
তুই ত মা গো দীন-তারিণী ॥

—:*:—

এই কি বিচার?

ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

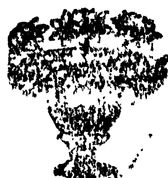
নিশি অবসানে দেখা দেয় দিন,
কাল নিশি আমার কই পোহাল না।
(আমি) জেগে জেগে ম'লাম, খেটে সারা হ'লাম,
তবু ত কই দিন পেলেম না॥
চিন্তার জ্বালায় আমি চ'খে আঁধার দেখি,
দুঃখেতে আমার কাঁদে পশু পাখী,
এ আঁধার ঘুচাতে দিননাথ কি আঁখি
বারেকের তরে মেলিবে না॥
দীনবন্ধু তোমার এই কি লীলা-খেলা,
দীনের জীবনান্ত খেলা তোমার বেলা,
(আমার) গেল না দুর্দ্দিন হ'ল না সুদিন,
চিরদিন কি দিবে যাতনা॥



শ্মশান-যাত্রা।

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

আসিয়ে স্বজন কোথা ল'য়ে যাও
স্কন্ধদেশে কারে বহিয়ে।
কেন দীন বেশ, যায় কোন্ দেশ,
বারেক দেখ না শুধায়ে॥
যতনের কি কে সঙ্গে লয়ে যায়,
ভালবাসার কে কে সঙ্গে সঙ্গে ধায়,
কেবা কদিন তরে করে হায় হায়,
বারেক যাবে না কহিয়ে॥
ঐ বুঝি বলে 'কেহ কার নয়,
শুধু মায়াবশে আমি আমার কয়,
এই দশা শেষ সকলেরি হয়,
বুঝে না কেউ ত সময়ে'॥



ভাসমান সেতু।

সুরট-মল্লার—একতালা।

(নীলকণ্ঠের 'সুর শৈবলিনী' সুর।)

ত্রিতাপনাশিনী ত্রিলোকতারিণী
ত্রিগুণধারিণী সর্ব্বমঙ্গলে।

চরণ-তরি-বলে ভব-সিন্ধু-জলে,
ভাসমান সেতু বাঁধ মা বিমলে॥

পাপী তাহে আত্ম-সমর্পণ করি,
দুই করে না হয় প্রাণপণে ধরি,
কৃপালোকে ঘোর আঁধারেও হেরি,
অবহেলে যেন পারে যায় চ'লে॥

তা হ'লে তারিণি এত পাপী নরে
জ্বালাবে না আর পারের তরি তরে,
কাঁদিবে না, কর্ণ ভেদি হাহাকারে,
বাঞ্ছিত সেতু ভাগ্যে যদি মেলে॥

মায়ের কাছে মা পাপী পুণ্যবান্,
যতনে বা স্নেহে সকলে সমান,
তরি শুনি পায় শুধু পুণ্যবান্,
সেতু হ'লে ত্রাণ পায় মা সকলে॥

ভজনা সাধনা নাহি কোন বল,
ধ্যান কি ধারণা না আছে সম্বল,
ভক্তি আবার আমার এতই মা চঞ্চল,
আসে যদি ক্বচিৎ নিমেষে যায় চ'লে ॥

ভরসা কেবল করুণা তোমার,
করুণা-কিরণ কর মা বিস্তার,
ঘুচাও মহামায়া মনের আঁধার,
মোহনিশা নাশ কিরণ-জালে ॥

তুমি অন্নপূর্ণা, তুমি শ্যাম, শ্যামা,
ধূমাবতী, কালী দক্ষিণা কি বামা,
ত্রিনয়না তব অসীম মহিমা,
তুমি দুখহরা তারা মা বগলে ॥

ভুবন-ঈশ্বরী, তুমি মা ষোড়শী,
ছিন্নমস্তা আবার তুমি মুক্তকেশী,
তুমি মা মাতঙ্গী অসুর বিনাশি,
জগত-জননী তুমি মা কমলে ॥

দুর্গা জগদ্ধাত্রী, তুমি সিদ্ধেশ্বরী,
তুমি মা ভৈরবী, রাজরাজেশ্বরী,
জ্ঞানাভাবে শুধু ভেদাভেদ করি,
ভ্রান্তি ঘুচাও আসি হৃদয়-কমলে ॥

—:০:—

ভ্রান্তিমোচন।

কেদারা—যৎ।

চাইনে তোমার চরণ-তরি, চাইনে যেতে সাগর-তীরে।
পাষাণ-দুহিতা মায়ে সম্ভবে দয়া কি ক'রে॥
ডেকে ডেকে সারা হ'লেম, জীবন গেল পারের তরে,
এই কি মায়া স্নেহ-দয়া মহামায়া মার অন্তরে।
(এবার) ধ'রে হরে যাব পারে, শূন্যপথে বায়ুভরে,
নাই ত এত কায়দা-কারণ, সাদা ভোলা মহেশ্বরে॥
অবোধ আমি, বুঝিবার ভুল ; হরগৌরী কে ভেদ করে,
হর কি তারা তোমা ছাড়া, তুমি ছাড়া কবে হরে।
কৃপা কর, হেরি একবার হরগৌরী নয়ন ভ'রে,
বায়ুপথ কি জলপথ মা সবই ত তব একতারে॥

—:*:—

চির-অন্ধকার।

মল্লার—একতালা।

তোমার কি মন সর্ব্বস্বধন
এই চক্ষু কর্ণ রসনা।
নাসা ত্বক্ এই পাঁচটি ভিন্ন,
উপায় তোমার নাই কি অন্য,

নয়নাদি সহায়তায়, কিম্বা অনুভবে হায়,
অমূল্যধন মেলে না॥

কুসুম, সমীর মেলে, সুগন্ধ, সঙ্গীত মেলে,
মেলে নিত্য নানা রস, যখন যাহে বাসনা।—
আকাশ, শূন্য আখ্যা যার, এ পাঁচে যা মেলা ভার,
তার সত্তা করি স্বীকার তুমি কর ত ধারণা॥

অখণ্ড মণ্ডলাকার, যাহে ব্যাপ্ত চরাচর,
আকাশ হ'তে সূক্ষ্মতম, জ্যোতির্ম্ময় চেতনা।—
ইন্দ্রিয়ের অগোচর, ব্রহ্মাণ্ড উদরে যাঁর,
কেন উপলব্ধি তাঁর জীবনে আর হ'ল না॥

না দেখিলে না শুনিলে, অনুভবে না আসিলে,
যে কাল সংশয় যোঠে সে সংশয় আর মেটে না।—
মায়ামোহ অন্ধকারে, সে জ্যোতিও বন্ধ করে,
জন্মান্ধ রহিলে তুমি সাধনা ধারণা বিনা॥



ভ্রমর।

ভৈরবী—একতালা।

প্রভাত-সময়ে আকুল হৃদয়ে
গাও অলি মধুর মহিমা কার।
বিভোর পুলকে, ডাকিছ কাহাকে,
গুন্ গুন্ তানে, বুঝা ত ভার॥
যদি মতি থাকে অরে কৃষ্ণকায়,
কুসুমে না হ'য়ে, কুসুম-স্রষ্টায়,
ধরি ষট্‌পদে, শিখা রে আমায়
গুণাবলী বিধাতার॥
পরাগ শরীরে, তাঁর কি পদধূলি ?
সে চরণ-রেণু কোথা পেলি অলি ?
সহচর কর, সাথে যাই চলি,
মায়া ছাই মুছায়ে দে আমার॥



স্বদেশ-কামনা।

যোগিয়া—একতালা।

আমার নয়ন বাঁধন, মন আবরণ
যাবে কি সরিয়া আর মা।
(আমি) বুঝিতে কি পাব স্বদেশ-মহিমা,
বিদেশে যাহা নাই মা॥

স্বদেশে সদাই ভালবাসাবাসি,
চির-বিকসিত কুসুমের হাসি,
সৌরভে মিশিয়ে বহে সমীরণ,
জীবন জুড়ায়ে যায় মা॥

দুখানল তথা মরম না দহে,
অমৃত-সলিলা প্রবাহিণী বহে,
শান্তি-সুধাকর সদা সমুদিত,
মায়ামোহ-নিশা নাই মা॥

চিন্তার জ্বালা স্থল পায় না সে দেশে,
শোক তাপ তথা কখন না পশে,
কি দোষে আমায় দিলে মা বিদেশে,
স্বদেশ কি কপালে নাই মা ?॥

দুঃখের প্রান্তর।

বেহাগ—আড়া।

আমায় কোথা পাঠালে।
ফেলিয়ে মরু-মাঝারে,
কোথা লুকালে॥
নাহি স্নেহ-তৃণলতা,
দয়া-তরু-ছায়া কোথা?
মমতা-তটিনী কোথা?
তাপে যাই জ্ব'লে॥
চারিদিকে বালুরাশি,
উত্তাপিছে দিবানিশি,
মুক্তি দাও মা মুক্তকেশী,
এবার যাই চ'লে॥

—:*:—

আস্থা কই?

সিন্ধু—একতালা।

আমি—বৃথা বাক্যব্যয়ের অবসর পাই,
দুর্গানামের সময় পাইনে।
আমি—বিপথে কুপথে নিয়ত বেড়াই,
ধর্ম্মপথে কভু যাইনে॥

আমি—স্বজন কুজন কত জনে চিনি,
জগৎজননী চিনিনে।
আমি—দুখের আবাসে সুখ মনে করি,
নিত্য সুখ কোথা জানিনে॥
আমি—বাসনা পূরিয়ে রসনা জুড়াই,
ভক্তি-রস কভু ছুঁইনে।
আমি—রঙ্গের কত গান মন দিয়ে শুনি,
তব স্তুতিগান শুনিনে॥
আমি—সম্পদ সন্ধানে সদা ঘুরি ফিরি,
তোমার সন্ধান মা করিনে।
আমি—শুভ সমাচার কত যে শুধাই,
তোমার খবর মা রাখিনে॥
আমি—সংসারে বিভোর দিবস রজনী.
জননী-চরণ সেবিনে।
আমি—আত্মগরিমায় মত্ত হ'য়ে থাকি,
তোমার মহিমা মানিনে॥
আমার—কি হবে উপায় অন্তিম দশায়,
ভুলেও কখন ভাবিনে।
আমার—কাজেই ভরসা, তাও ভাসা ভাসা,
তোমার দুখানি চরণে॥

—:*:—

নিরাশা।

হাম্বির—যৎ।

('আর কবে দেখা দিবি মা'—সুর।)

গতি কি গঙ্গে হবে না, গতিদায়িনী মা।
মা মা ব'লে কাছে গেলে, মায়ে কি ছেলে ঠেলে ফেলে,
ব'লে কি মা সতীন-ছেলে, তীরে স্থল দিলে না মা॥
মা বলি শ্যামায় বটে, জননী ত বলি তোমায়,
জানি না প্রভেদ কি মা বিমাতা আর সুমাতায়,
তবে কেন এ সন্তানে, দুখ দাও মা নিশি দিনে,
এত স্থান থাকিতে তোমার, দীনে স্থান দিলে না মা॥
কোথা হিমালয় হ'তে সুদূর সাগরাবধি,
কত জীবে তব তীরে তার তুমি নিরবধি,
পাতকী-তারিণী তুমি, এত কি পাতকী আমি,
স্থান দিয়ে তারিতে কি পারিলে না আমায় মা॥
হরিপদে উৎপত্তি তব, বসতি মা হর-শিরে,
কোন্ গুণে মহিমা বেশী জানে শুধু হরি হরে,
আমি মাত্র এই জানি তুমি ত্রিলোক-তারিণী,
কেন না তারিবে তবে অভাগা সন্তানে মা॥

—:•:—

বিজয়া।

ভূপালী-মিশ্র বা বিভাষ-মিশ্র—আড়াঠেকা।

মিনতি নবমী নিশি,
প'র না প্রভাতী তারা।
আছে ত শোভিত ভালে
কত মরকত হীরা॥
আলোকে লুকালে তুমি,
দিবসই হবে যামিনী,
তখনই ঈশানী আমায়
ক'রে যাবে তারা-হারা॥
সে কিরণ সে আলোক
দহিবে সম পাবক,
নয়নে তখনই যে গো
নিরখিব শূন্য ধরা॥
প্রাণ-সমা উমা আমার
করি গেলে জগৎ আঁধার,
(আমার) হৃদি ভেঙ্গে হবে নদী
দুনয়নে বহি ধারা॥

—:—

নিরুপায়।

টৌরী—একতালা।

('মা আর আমারে আদর ক'রো না সুর।')

(আমি) সাথী হারা হ'য়ে ব'সে আছি পথে,
কার সাথে এখন যাই চ'লে।
ব্যথা মরমে দারুণ, পুঁজি নাই ব'লে,
বুঝি ফেলে গেল সকলে॥

চির-সখা যারা, একে একে তারা
পাশ দিয়ে গেল, দিল না ত সাড়া,
অনুপায় হেরি, ভেবে হই সারা,
নিয়ে যাবে আর কে তুলে॥

আমার এমনি কপাল, চির যে সঙ্গিনী
চ'লে গেল নিজ বলে একাকিনী,
সাধিলাম কত, কত টানাটানি,
ফেলে গেল শেষ অনলে॥

দীনবন্ধু তুমি, তুমি বিনা নাথ,
দীন আমি, আর কার পাই সাথ,
তুমি না চাহিলে, তুমি না তারিলে,
কে আছে আমার ভূতলে॥

তব কৃপাবলে মূকে বাক্য বলে,
অবহেলে পঙ্গু লঙ্ঘে উচ্চাচলে,
কেবল আমারই কপালে, পথমাঝে ফেলে
চিরদিন ভুলি রহিলে ॥

পরিদেবনা।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

তারা জরা দিলে কেন কায়।
সাধের যৌবন আমার কদিনে গেল কোথায় ॥
কখন ভাবিনি তারা, হব মা লাবণ্য-হারা,
(জানি) সারা জীবন তেম্‌নি ধারা যৌবন রবে ধরায় ॥
দিনে দিনে তনু ক্ষীণ, করিলে মা পরাধীন,
আঁখি হ'ল জ্যোতিহীন, এখন আশা হেরি মায় ॥
শিথিল দশন শেষ, পলিত সুচারু কেশ,
জীবনাশা ধনাশা মা ছাড়ে না তবু আমায় ॥
মহাতরু ঝটিকায়, ছিন্ন-ভিন্ন হবে হায়,
কে জানে জড়িত নাহি রবে স্বর্ণ-লতিকায় ॥
কোথা গেল দেহ-গর্ব্ব, বল দর্প হ'ল খর্ব্ব,
সর্ব্বস্ব হরিয়ে শেষে ভাসালে মা দুরাশায় ॥
আরও যে মা আছে বাকী, তাই অভয়ে তোমায় ডাকি,
সে সময় দিও না ফাঁকি, যেন যুগল রাঙ্গা পায় ॥

—:—

সৌদামিনী।

সিন্ধু-কাফি বা সাহানা-বাহার—ঝাঁপতাল।

নবীন নীরদ-কোলে কে বল সঞ্চরে।
অপরূপ রূপরাশি কে দিল তোমারে॥
এস হেরি তোমারে॥
চঞ্চলা করিল কেন, না করিয়া স্থিরা।
ধরাপরে না রাখি কেন, রাখিল অম্বরে॥
এস হেরি তোমারে॥
মাঝে মাঝে সুহাসিনী, হাসি লুকাও কি লাজে
বাজে মরমে বড়, লুকালে অন্তরে॥
এস হেরি তোমারে॥
এমন মাধুরী সহ কেন ভীষণ গর্জ্জন।
হান অশনি কেন হৃদি-মাঝারে॥
এস হেরি তোমারে॥
কোন্ বিধির নিধি তুমি, দেখাতে কি পার,
দীনে করুণা করি, চপলা তাঁহারে॥
এস দেখাও তাঁহারে॥

—:—

মাতৃস্মৃতি ।

ভৈরবী—একতালা।

কি যে শেল হানি, গেলে মা জননি,
যাতনা গেল না জীবনে।
মুদি দুটি আঁখি, দিবে যে মা ফাঁকি
জনমের মত, জানিনে ॥

এত ভালবাসা কোথা মা ভাসায়ে,
এত স্নেহরাশি কিসে মা মিশায়ে,
এত দয়া-মায়া বিসর্জ্জন দিয়ে,
ভুলিয়ে রহিলে কেমনে ॥

মনে হয় মা গো ছুটে কাছে যাই,
হৃদয় খুলিয়া বেদনা জানাই,
অনল-তাপিত জীবন জুড়াই,
অবগাহি স্নেহ-জীবনে ॥

অশ্রু ঝরে আমি মুছি দিবানিশি,
মনে পড়ে পুনঃ আঁখি-নীরে ভাসি,
মমতা-অঞ্চলে মুছায়ে মা আসি
বজায় রাখ দুটি নয়নে ॥

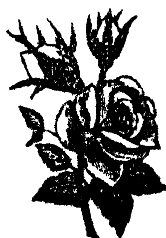
লক্ষ্মীহীন দেখ স্নেহের কুমার,
শ্মশান জ্ঞান হয় সোনার সংসার,

পাষাণ হৃদয় ফেটে ছারখার,
আজ গৃহলক্ষ্মী মা বিহনে ॥

দয়া-মায়ার শেষ এই কি পরিণতি,
কার কাছে দিলে সন্তান-সন্ততি,
মরমে গাঁথিয়া দিয়ে গেলে স্মৃতি,
ঘুচে কি অশ্রুবরিষণে ॥

কোন্ প্রাণে চির-বিষাদ-সলিলে
প্রাণ সম প্রিয় সন্তানে মা ফেলে,
রহিলে কোথায়, বারেক জানালে
যাই চ'লে, পথ যে চিনিনে ॥

এমন বল আমার বিন্দুমাত্র নাই,
ভবসিন্ধু তরি তোমার কাছে যাই;
(তবে) তব কৃপায় যদি যাতনা এড়াই,
স্থান পাই যেন চরণে ॥



চাতক।

মিশ্র-খাম্বাজ—একতালা।

কে ও চঞ্চল বারি বিহনে।
জলদে জল দে বলি, দিয়ে জলাঞ্জলি
জীবনে, চাই কি জীবনে॥
কেন যাচক চাতক বুঝি না,
সিন্ধুনদে বারিকণা আর কি মেলে না,
তৃষা যায় না, আশা মেটে না?—
তবে মানবে দিতে শিক্ষা,
দাও কি অদৃশ্যে ও রবে দীক্ষা;
ঊর্দ্ধে লক্ষ্য রেখে যায় যাক্ প্রাণ,
যেন নিম্নে কেহ কভু চাহিনে॥
বল ওহে বিমান-বিহারী
তুমি কি লাগি তৃষিত, চাও কি অমৃত,
না চাহি নীরদ-বারি—
যদি নাহি চাহি জল-বিন্দু,
পাখি চাও তুমি কৃপা-সিন্ধু,
তবে শিরে ধরি তোমায়, কৃপা করি আমায়
দেখাও নীরদ-বরণে॥

—:•:—

অন্তর্যাতনা।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

তারা, কারা-ক্লেশ কিসে যায়।
সদা খেটে খেটে বল-হারা, অশ্রুধারা পড়ে পায়॥
দুর্ব্বহ এ জীর্ণ দেহ, দুর্ব্বল হয় মা অহরহ,
কত দিন আর বাকী কহ, খাটনী সহে না কায়॥
কত দোষে অপরাধী, রাখিলে জীবনাবধি,
যাতনার আর নাই অবধি, নিরবধি কে জ্বালায়॥
পলাইব মনে করি, ছয় দ্বারে প্রহরী হেরি,
(আবার) কঠিন মায়া-শৃঙ্খল দেখি, বাঁধা আমার দুটি পায়॥
কি কব কারাকাহিনী, জানেন যিনি অন্তর্যামী,
(আর) জেনে কেন রাখ তুমি, খালাস দাও মা অভাগায়॥

—:*:—

বিজয়া।

বাগেশ্রী, ভুপালী-মিশ্র বা বিভাষ-মিশ্র—আড়াঠেকা।

দিও না নবমী নিশি দরশন দশমীরে।
সেই সর্ব্বনাশী আসি লয়ে যায় প্রাণ-উমারে॥
মিনতি তোরে নবমী, নিদয় হও না তুমি,
তুমি গেলে উমা আমার যাবে হৃদি শূন্য ক'রে॥

সন্তানের অদর্শনে, কি বেদনা মার প্রাণে,
মা না হ'লে মার ব্যথা অন্যে কে বুঝিতে পারে॥
কল্যাণী তুমি গো হয়ে, ঈশানীরে সাথে ল'য়ে,
আনন্দে চির বিরাজ, ভাসাও না আঁখি-নীরে॥

—:*:—

ভক্তি-তার।

ঝিঁঝিট-মিশ্র—জলদ-একতালা।

(রামপ্রসাদী সুর)

মন শিখ রে টক্‌কা টরে।
চ'লে যাক্ মন্ প্রাণের খবর
মায়ের কাছে ভক্তি-তারে॥
শিব নামে কর টক্‌কা, তারা নামটি মধুর টরে।
শিবতারা, তারাশিব, তারা তারা, বাজুক্ তারে॥
হৃদ্-মাঝারে যন্ত্র পাতি, জ্ঞান-খুঁটাতে রাখ তারে।
শ্রদ্ধা ভক্তি দুটি তারে যোগ রেখো বেশ যতন ক'রে॥
কর্ম্মসূত্র শক্ত বেজায়, শক্তি কই তায় ছিঁড়িবারে।
বিবেক যেন ভাল মন্দ বাছাই করে বিচার ক'রে॥
চেষ্টা হ'লে উপদেষ্টা মনের মত মিল্‌তে পারে।
বুঝ্‌বে তখন মায়ের মতন কে আর আছে এ সংসারে॥

—:*:—

তুমিই সম্বল।

সুরট—কাওয়ালী।

দুস্তর সাগর-তীরে,
এসেছি মা নিস্তারিণি।
শুনেছি চরণ তব
পারের তরি দীন-তারিণি॥

পথের কষ্টে ক্লিষ্ট অতি,
ডাকিতে আর নাই শকতি,
দুখের জ্বালা ঘুচাও আমার,
তুমি ত দুখ-হারিণী॥

তীরে তরি লাগ্‌বে কবে,
দে'খে আমার প্রাণ জুড়াবে,
পারের যদি দেরি থাকে,
দাও মা আমায় অভয়বাণী॥

দীন আমি এইটি বল,
আশা, তুমি দীনের বল,
সম্বল—কেবল আমার,
মা আমার, ভবতারিণী॥

--:•:—

প্রয়াস।

খাম্বাজ-মিশ্র—ঝুলন-একতালা।

কেন কুণ্ঠিত হব যতনে।
আমি মায়ের ছেলে যখন, করিব মা পণ
ছার জীবনে পেতে চরণে॥
কেন বঞ্চিত পদে হব মা,
তারা সকলেই তোমার আদরের ছেলে,
আমি কি কেউ গো নই মা,—
হ'লে মা গো ক্ষুধা তৃষা, ছেলে কাছে যায় করি মা আশা,
মা কি বাসনা পূরণ, তৃষা নিবারণ,
করে না তখনই যতনে॥
তৃষা প্রকৃত, শঠতা নয় মা,
করুণা-সাগরে, জীবনেরই তরে,
পিয়াসে জীবন কি যাবে মা,—
তুমি জগতের তৃষাহারী,
কেন কিঞ্চিৎ পাব না বারি,
চির-সঞ্চিত রবে কি করুণা তোমার
বঞ্চিত করিয়ে সন্তানে॥

—:•:—

আকাশ-যান।

(Air ship)

বাগেশ্রী—আড়া।

শূন্যে বেড়াও কেন মন, শূন্যতরি ভাসাইয়া !
ধরিবে কি আকাশকুসুম, দুই কর প্রসারিয়া ॥
কোন্ রাজ্যে লক্ষ্য তব, কেবা পক্ষ, কে বান্ধব,
দেখিছ কি দশদিকে, যেন দিশে হারাইয়া ॥
ঘুচাও বিষম ভ্রান্তি, ধনে মানে নাহি শান্তি,
আশার ছলনা শুধু, লয়ে যায় ভুলাইয়া ॥
ছাড় মিথ্যা প্রলোভন, ধর সত্য সনাতন,
দিবেন নিত্যনিরঞ্জন নিত্য সুখ মিলাইয়া ॥

—:*:—

ভ্রান্ত যাত্রী।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

পথের পাথেয় নাই, পারের সম্বল চাই,
এ কেমন তুমি মন যাত্রী।
করিলে কি এতকাল আসিয়া ধরায়,
আয়ু যে ফুরায়ে যায়, ভাবিছ কি সদুপায়,
এ কেমন তুমি মন যাত্রী

কার তরে করিলে জীবনপাত,
কেবা যাবে অবশেষ তোমার সাথ,
জান না কি অসময়, কেহ কার সখা নয়,
এ কেমন তুমি মন যাত্রী ॥
মায়া মোহ পরিহরি, ভাব ভব-কাণ্ডারী,
স্মরিলে করুণাময়, এখনও উপায় হয়,
চেয়ে দেখ হ'য়ে এল রাত্রি ॥

—:০:—

পথহারা পথিক।

সুরট—কাওয়ালী।

পথ-হারা হয়েছি, তারা, তোমা ছাড়া আর উপায় নাই।
পথের লোকে পথ বলে না, যে দিকে সে দিকে যাই ॥
মায়া মোহ ধূলারাশি, আসক্তি-বাতাসে আসি,
চোখে পড়ে দিবানিশি, কেমনে পথ দেখ্‌তে পাই ॥
আসিছে মা কাল ঘন, এখন চিন্তা অনুক্ষণ,
পড়িয়ে দুর্য্যোগে বুঝি, এবার আমি প্রাণ হারাই ॥
দয়াময়ি, দয়া রেখো, সে সময়ে চোখে দেখো,
জীবন যায় তায় ক্ষতি নাই মা, তোমায় যদি দে'খে যাই ॥

—:*:—

জীবন-তরি।

খাম্বাজ— মধ্যমান বা যৎ।

হরি, চরণ-তরি কিসে পাই?
তনু জীর্ণ তরি, পাপে ভারী,
ডোবে, আর ত দেরি নাই ॥
তরি গেলে জীবন-তলে,
জীবন যখন ভাস্‌বে জলে,
(চরণ) জীবন তরি সহায় হ'লে,
প্রাণে পরিত্রাণ পাই ॥
তুমি হরি কৃপা-সিন্ধু,
দীনে তুলো দীনবন্ধু,
যেন ভবসিন্ধু-মাঝে
হাবুডুবু আর না খাই ॥



অসার চিন্তা।

ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

কোথা হ'তে এলেম, কোথা যাব পরে,
এ সব কই ত কভু ভাবি না।
শুধু মিছামিছি, ভাবি কোথা আছি,
তারই সুখ বিলাসের ভাবনা॥
বাল্য গেল আহার-বিহারে খেলায়,
যৌবন গেল রঙ্গে সংসার-চিন্তায়,
নানা উপসর্গে, তোমার চিন্তা দুর্গে,
আমার ভাগ্যে কই ত হ'ল না।
শেষ দশায় ভাবি কি হবে উপায়,
শক্তি নাই যখন ধ্যান সাধনায়,
নিরাশ্রয়ের মাত্র তুমি মা আশ্রয়,
ভরসা তাই কেবল তোমার করুণা॥



কাল-চক্র।

সাহানা-মিশ্র—একতালা।

(আমায়) পাষাণের চক্রে পেষিছে সংসার,
তবু প'ড়ে থাকি তারই তলায়।
ঘুরে ঘুরে আমার জীবন হ'ল কাবার,
তথাপি কাল-চক্র আরও ঘুরায়॥
(আমার) কপালের ঘাম পায়ে পড়ে আসি,
তবু বিরাম নাই চক্ষু-জলে ভাসি,
অদৃষ্টে আমার আরও কত বাকী,
বিধাতাই জানেন বলা না যায়॥
হাহাকারে আমার আকাশ ভেদ করে,
যাতনায় কখন চেতনায় হরে,
মনের জ্বালা আর জানাব কাহারে,
শুধু হা হুতাশ করি হতাশায়॥



দুরাকাঙ্ক্ষা।

খাম্বাজ—যৎ।

('করুণা করিয়ে কৃপাময়ী' সুর)

আর চিত্রপটে মন উঠে না,
কৃপা করি নিজে দেখা দাও বীণাপাণি।
চরণে চরণ, দাঁড়ায়ে কেমন, হর প্রাণ মন ;
(তাই) চাই চরণ দুখানি ॥
করুণার অবধি নাই তোমার শুনি,
তবে কেন দেখা দিবে না জননি,
না হ'লে মা জীবের হৃদয়-বাসিনী,
জীবনই বিফল শ্বেতবরণী ॥
অপার বারিধি কে করিবে পার,
তুমি না তারিলে নাহিক নিস্তার,
তুমি বিদ্যা বুদ্ধি স্মৃতি সবাকার,
তুমি সর্ব্ববিদ্যা-সিন্ধু-তরণি ॥
ভজনা সাধনা কিছু মা জানি না,
সম্বল কেবল তোমারই করুণা,
অভাগা তনয়ে দয়া কি পাবে না ?
কৃপাময়ী নাম রেখো মা তারিণি ॥

—:*:—

চিনিবার শক্তি কই ?

কীৰ্ত্তন।

('যমুনে তুমি কি সেই যমুনা' সুর)

জননি তুই মা কোন্ রমণী উলঙ্গিনী।
লাজের কি মাথা খেয়ে আছ দিয়ে,
পতির বুকে পা দুখানি ॥
করে তোর কেন অসি, কেন বা তুই এলোকেশী,
গলে দোলে মুণ্ডমালা, ত্রিনয়নি,—
রসনা বাইরে হেরি ভয়ে মরি,
তুই কেমনে ভয়নাশিনী ॥
বাম করে ও কি দোলে, কটিতে কি মা ঝোলে,
জ্ঞান কি আর আছে মা গো, জ্ঞানদায়িনী,—
এই কি তোর সমর-সজ্জা, পায় যে লজ্জা,
দৈত্য-দানব-বিনাশিনী ॥
কেন তোর কাল বরণ, খাসা যে রাঙ্গা চরণ,
দীনে কি দিতে পারিস্ দীন-তারিণি,—
হর কি আর দেবে ছেড়ে, দীনের তরে
অভয় চরণ নিস্তারিণি ॥

ঘুচাও দীনের মনের ভ্রান্তি, দূর কর মা রণ-শ্রান্তি,
হৃদাসনে এসে ব'স মাতঙ্গিনি,—
তোর নেশায় বিভোর হয়ে, চোখ মুদিয়ে
থাকি যেন দিন-যামিনী ॥

—:*:—

বিফল জীবন।

ভৈরবী-মিশ্র—একতালা।

না হ'ল ভজন হ'ল না সাধন
জীবন যে যায় ফুরায়ে।
জীবন যৌবন রহে কতক্ষণ,
যায় প্রবাহের মত বহিয়ে ॥
যে সময় যায় ফিরে কি আর আসে,
কাল সর্ব্বনেশে তখনই তায় গ্রাসে,
(আমার) চিরকাল গেল আলস্য-বিলাসে,
কি হবে মিছা আর ভাবিয়ে।
সময়ে না হ'ল সাধু-সঙ্গে জ্ঞান,
সংসার-চিন্তাই আজীবন ধ্যান,
এখন বৃথা বলি কোথা ভগবান্,
কেন আছ আমায় ভুলিয়ে ॥

—:*:—

দিবাবসান।

পূরবী—আড়াঠেকা।

দেখ অবসান হ'ল ক্রমশঃ দিবস মন।
করিলে কি সারাদিন, বারেক কর স্মরণ॥
প্রভাত গেল পানাশায়, পূর্ব্বাহ্ণ লীলা-খেলায়,
মধ্যাহ্নে মন জ্ঞান হারালে, কিসে করিল দংশন॥
পরাহ্ণে সংসারাসক্ত, বিষয়-চিন্তায় সদা মত্ত,
(এখন) সন্ধ্যাবেলা মনে হ'ল দীনের গতি দীনতারণ॥
দুস্তর সাগর-পারে লয়ে যাবে কে তোমারে,
চরণ-তরি কি পাতকীরে দিবে পতিতপাবন॥

—:০:—

চির-প্রমাদ।

সিন্ধু—একতালা।

তারা—মিছা রূপ-নদে সদা ডুবে থাকি,
ভাসিয়া উঠিতে চাইনে।
তারা—যে রূপে তোমার জগৎ আলোকিত,
সে রূপ নয়নে হেরিনে॥
তারা—আছে, নেই, আন, কত কথা শুনি,
তব স্তুতিকথা শুনিনে।

তারা—না টক না মিঠা কত বই পড়ি,
তব স্তবমালা পড়িনে ॥
তারা—বেলীযুঁই বকুল সুগন্ধ জিনিসে
ভালবাসি কত যতনে।
তারা—তোমার সৌরভে ভুবন আমোদিত,
তায় কেন ভালবাসিনে ॥
তারা—রসনার তৃপ্তি করি নানা রসে,
ভক্তিরস পান করিনে।
তারা—কথা বলি কত বৃথা মিছা যত,
তোমারে ডাকিতে পারিনে ॥
তারা—ভাবনা যে ভাবি আকাশ পাতাল,
তোমার ভাব কই ভাবিনে।
তারা—তরিবারে সিন্ধু তুমিই তরণি,
জেনেও তা ত কই জানিনে ॥



মায়াজাল।

সাহানা-মিশ্র—একতালা।

(এ কি) বিষম মায়াজালে ঘিরেছে আমায়,
যত টানি তত বেশী জড়ায়।
(যদি) এক তার ছেঁড়ে, অন্য পাঁচে ঘেরে,
জীবনান্ত ভিন্ন অনুপায়॥
যত ধড়ফড় করি, দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ি,
জ্ঞান-হারা হ'য়ে দুখে সুখ হেরি,
ফাঁদে প্রাণ কাঁদে হাসা ভ্রম হয়,
আশা ভাবি খাসা নিরাশায়॥
নানা চিন্তায় শক্তি হরিভক্তি লোপ,
কালে ঘটে কত রোগেরই প্রকোপ,
(তখন) মুখে বৃথা বলি রক্ষা কর হরি,
পায়ে ধরি রাখ, রাখ রাঙ্গা পায়



প্রাতঃস্মরণ।

ললিত—আড়া।

রজনী পোহাল মন, দুর্গানাম কর স্মরণ।
দুর্গানামে আপদ্ নাশে, দিনেশে তম যেমন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে, ভাবনা কর অন্তরে,
ভানু শশী গ্রহ করে স্মরণে সন্তাপ হরণ॥
জ্ঞান ধর্ম্ম কারে বলে, প্রবৃত্তি নাই কোন কালে,
অধর্ম্মে নিবৃত্তি কোথা, জ্ঞান কি কার নিয়োজন॥—
ভাব দময়ন্তী নলে, ছড়াও সলিল দুখানলে,
যতনের ধন এ সকলে ভুল না যেন কখন॥

—:০:—

সুখের স্বপ্ন।

বিভাষ—কাওয়ালী।

এস এস মহামায়া, মানস জীর্ণ আসনে।
এলে যেমন দয়াময়ী, শুভ নিশি অবসানে॥
ভুবনমোহিনী রূপে, জননি ভুলি কিরূপে,
অপরূপ শোভা তব জাগে মনে নিশি দিনে॥
তোমারে স্বপনে তারা, নিরখিল নয়ন-তারা,
আবার কেন তারা-হারা হ'য়ে আছি জাগরণে॥
করুণা কবে করিবে, আবার কবে সদয় হবে,
প্রাণের জ্বালা নিভাইবে, দেখা দিবে কবে দীনে॥

—:•:—

অভিনব কম্পাস।

পূরবী—আড়াঠেকা।

দিক্-দরশন যন্ত্র হ'য়ে, চিরদিন রইলি মন।
কত দিকে ঘুরাই ফিরাই, সংসারই তোর নিদর্শন ॥
এত দিক্ থাকিতে মন, উত্তরে কি প্রয়োজন,
দক্ষিণে যে যাওয়ার সময়, উর্দ্ধে হয় না লক্ষ্য কেন ?
চঞ্চল হ'লেই মতি, অধোদিকে হয় যে গতি,
পূর্ব্ব পশ্চিম জ্ঞান থাকে না, কোথা পাবি তত্ত্বজ্ঞান ॥
বায়ু স্থির হ'লে পরে, অগ্নি বিকাশ হ'তে পারে,
নৈঋতিরে সঙ্গে ক'রে, সদয় যে হয় ঈশান ॥
হ'লি দিক্‌বিদিক্‌শূন্য, মায়া-মোহ আর কি জন্য,
অজ্ঞানে বিদায় দিয়ে চিন্তা কর ভগবান্ ॥

—:০:—

জ্ঞানাভাব।

সিন্ধু—একতালা।

দুর্গে—'দুর্গতি-নাশিনী' সুমধুর নাম
বলিতে বদনে পাই না।
দুর্গে—ত্রিভুবন তব রূপে বিমোহিত,
কেন তার পানে চাই না

দুর্গে—ত্রিলোক আলোকিত কিরণ-ছটায়,
মনের আঁধার কেন যায় না।
দুর্গে—চরণ দুখানি সিংহাস্থরপরে,
শূন্য হৃদে কেন দাও না॥
দুর্গে—কর সংখ্যা বেশী, দুখানি চরণ,
অসংখ্য কেন মা হয় না।
দুর্গে—চরণ-গ্রাহক জগতের লোক,
তাই কি দীনে কুলায় না॥
দুর্গে—জগৎ ব্যাপিয়ে রয়েছ জননী,
মানসে কেন মা আস না।
দুর্গে—করুণা করিলে অনায়াসে পার
পূরিতে মনের বাসনা॥
দুর্গে—চিন্তা করি কত মাথা-মুণ্ড ছাই
তোমারে কই ত ভাবি না।
দুর্গে—সে দিন কি হবে, তুমি সদয় হবে,
ঘুচে যাবে সব যাতনা॥



সুস্বপ্ন।

ললিত—আড়া।

এই মা ছিলে, কোথায় গেলে মহেশ-মনোমোহিনি।
অপরাধ পেয়ে বুঝি, লুকালে মা ত্রিনয়নি ॥
স্বপনে মা দেখা দিলে, আবার কেন লুকাইলে,
সুস্বপন কেন ভাঙ্গালে, কাঁদালে কেন জননি ॥
ভুবন আলো রূপে তব, সে রূপ কি আর দেখ্‌তে পাব,
মনের আশা মিটাইব, প্রাণ ভ'রে তখন দেখিনি ॥
এস আবার সদয় হ'য়ে, কার্ত্তিক গণেশ সঙ্গে লয়ে,
সরস্বতী লক্ষ্মী মায়ে এস মা সিংহবাহিনি ॥

—:•:—

অনুপায়।

ইমন কল্যাণ—একতালা।

আসিলে সংসারে, সাধিলে কি কায,
চলিলে মন কোন্ আশায়।
কোথা সহযাত্রী, হয়ে এল রাত্রি,
দাঁড়াবার স্থান কোথায় ॥

একে একে সঙ্গী সবে চ'লে গেল,
তোমার ভাবনা মন কেহ না ভাবিল,
যাওয়ার সময় তোমায় কিছু না শুধাল,
শত ধিক্ ভালবাসায়॥
আছে মাত্র সাথী এখনও ছ জন,
পথ চেনে না কেউ কুপথে চলন,
ভাল পথ ব'লে বিপথে দেয় ফেলে,
সঙ্গ-ছাড়া করা দায়॥
পথের কথা আর শুধাবে কাহারে,
বিশ্বাস-আবাস আঁধার, বিশ্বাস নাই যে ঘরে,
পরিচিতা এক প্রবৃত্তি কামিনী,
অচেতন আছে নিদ্রায়॥
ভক্তি আদরিণী—গহন কন্দরে,
ডাকিলেও কখন চাহে না যে ফিরে,
শান্তি-নিকেতন তাহে সিন্ধু-পারে
(হরি) কৃপা বিনা অনুপায়॥

আশ্বাস।

সুরট—কাওয়ালী।

দুস্তর সংসার-সিন্ধু
তরিতে কোথা তরণি।
তোমারই চরণ তারা
পারের তরি বলে শুনি॥
সে তরি মা কোথা বাঁধা,
দেখ্‌তে পাইনে চোখে ধাঁধা,
দেখায় কেন দাও মা বাধা,
দাও না দাও সে দূরের বাণী॥
কি হ'লে সে তরি মেলে,
কোন্ অধমে নাহি মেলে,
তাহারই নির্দ্দেশ পেলে,
আশা ছাড়ি ভবরাণি॥
আশা কেন ছাড়ি আমি,
জননী কি নও মা তুমি,
নও কি তুমি ধরাধামের
অধমাধম-তারিণী॥

—:*:—

বিনিময়।

সিন্ধু—একতালা।

ভালবাসি, হরি, যেই মনে করি,
সেই ভাবি কি দিবে আমারে।
প্রতিদানে যখন লালসা এত,
ভালবাসা হয় কি ক'রে॥
নিবেদনের আগে প্রসাদে বাসনা,
জানি না কে কারে বিতরে।
মূল ফল আশা, ভাসা ভালবাসা,
তোষিবারে শুধু তোমারে॥
হবে জীবনান্ত, তবু কামনান্ত
না হবে এ পোড়া সংসারে।
কি করিব আর, বুঝান যে ভার,
অবুঝ এ ছার অন্তরে॥
এই ভিক্ষা চাই, সমূলে ভাসাই
অসার বাসনা পাথারে।
অন্তে যেন হরি, জীবন সফল করি,
হেরি ঐ কৃপা-সাগরে॥

—:•:—

পরিবেদনা।

আলেয়া- একতালা।

সন্তান পড়ি ভূতলে
কাঁদে যখন মা মা ব'লে।
সান্ত্বনার কথা ব'লে
পথের লোকেও কোলে তোলে॥
থাক্‌তে মাতা, কোলের ছেলে
প'ড়ে কাঁদে ধরাতলে,
দেখ্‌তে পাও না, তবে তোমায়
বিশালাক্ষী কেন বলে॥
ব্যথা পেয়ে কাতর রবে,
আয় মা ব'লে ডাকি যবে,
শুন্‌তে পাও না, তুমি তবে
সর্ব্বব্যাপী কিসে হ'লে॥
মিষ্ট কথায় ছেলে ভুলে,
সর্ব্বনাশ কি তাও মা দিলে,
কষ্ট পায় মা অষ্টপ্রহর
মায়ের ছেলে কে কোন্ কালে॥

—:*:—

কষ্ট যত কর্ম্মফলে,
যা তা বলি মনের ভুলে,
মায়ের সমান আর কে আছে,
বুঝে কই তা অবোধ ছেলে ॥

—:•:—

মনোদুঃখ।

বসন্ত—একতালা।

মা মা ব'লে মা, ডাকি যে বিফলে,
মা হ'য়ে কি দিলে অঞ্চল শ্রবণে।
কত দোষে দোষী, কত পাপরাশি
জড়িত জীবনে তা ত মা জানিনে ॥
অপরাধ কত করে অবিরত,
না বুঝি জননি অবোধ সন্তানে।
তা ব'লে কি ছেলে, কাঁদিলে মা ব'লে,
বঞ্চিত থাকে আর ও রাঙ্গা চরণে ॥
দুরন্ত কি হ'লে, দূরে ফেলে ছেলে
জননী কি কভু পাষাণ পরাণে।
নিরখিলে দোষ, ছেলের প্রতি রোষ
সঞ্চিত থাকে কি মায়ের স্মরণে ॥

—:—

মহেশ্বর।

সিন্ধু—একতালা।

হর—চিতা-ভস্ম দেহে, ভুজঙ্গিনী গলে,
অনল ছুটিছে নয়নে।
হর—জটাধারী তায় দিগম্বর বেশ,
পরমেশ চিনি কেমনে॥
হর—বৃষপরে আছ ভিখারীর সাজে,
তাই কি তোমারে চিনিনে।
হর—শুভ্র কান্তি তব, ভালে সুধাকর,
কণ্ঠ নীল কেন জানিনে॥
হর—অপার মহিমা, পায় কেবা সীমা,
পেলে এ মহিমা কেমনে।
হর—এত কি সৌভাগ্য হ'ল তব ভাগ্যে,
পার্ব্বতী-পাণি-গ্রহণে॥
হর—সেই রাজেশ্বরী বামে করি আসি,
দাঁড়াও মানস-কাননে।
হর—হরগৌরী হেরি রাজরাজেশ্বরী,
সফল করি এ জীবনে॥

—:*:—

সংসারে সাধনা।

ভৈরবী-মিশ্র—একতালা।

সাধের সংসার আর নাহি প্রয়োজন,
কেন ভাব মন ভুলিয়ে।
এমন সুখের স্থান, কেন বিষ জ্ঞান,
কেন যাও তায় ত্যজিয়ে॥
পঞ্চাশোর্দ্ধে বিধি অরণ্যে গমন,
সংসারে কি না হয় উদ্দেশ্য-সাধন,
সংসারই যখন অরণ্য ভীষণ,
অন্য বন কায কি আর খুঁজিয়ে॥
ব্যবস্থা,—পর্ব্বতে যদি অবস্থান,
নিজে তুমি নও কি পাষাণ সমান,
ভক্তিশূন্য মন কঠিন পাষাণ,
(মন) আপন স্থানে থাক বসিয়ে॥
যদি বল চাই নির্জ্জন প্রদেশ,
দয়াহীন হিয়া যে জনশূন্য বেশ,
তবে কেন যাবে বিজন প্রদেশ,
স্বদেশ সহসা ছাড়িয়ে॥

—:*:—

বিশুদ্ধ প্রেম।

কীর্ত্তন।

('যমুনে তুই কি সেই যমুনা' সুর)

রমণি, তুই কি সেই শ্যামের বামে বিনোদিনী।
জলাঞ্জলি কুলে দিয়ে, প্রেমের দায়ে,
হ'লে বৃথা কলঙ্কিনী॥
জগৎকে শিক্ষা দিলে, প্রেমের স্রোতে না ভাসিলে,
সহজে কি হরি মেলে, শ্যাম-মোহিনি,—
জ্ঞান অভাবে বুঝ্‌তে নারি, মনে করি,
তুই সাধারণ প্রণয়িনী।
হরি-হারা হ'য়ে যখন, জ্ঞান হারায়ে কর ভ্রমণ,
কুঞ্জে কুঞ্জে উদাস মনে, উদাসিনী,—
অভিসার অবোধ বলে, মনের ভুলে,
তুই জগতের জ্ঞানদায়িনী॥
তখনই যমুনাকূলে, হারা নিধি হরি পেলে,
কেন বল থাকিস্ হ'য়ে অভিমানী,—
অশ্রু যে বহি পুলকে, পড়ে বুকে,
লুকাও হাসি, সুহাসিনী॥

—:•:—

ঐ প্রেমাশ্রু ভিক্ষা করি, দীনে কি দয়া করি,
কৃপাবারি দিতে পারিস, কমলিনী,—
তা হ'লে সকল ফেলে, চরণতলে
প'ড়ে থাকি দিন-যামিনী ॥

—:•:—

যাওয়া আসা।

ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

যেমন ফিরে যাই, তেমনই ঘুরে আসি,
যাওয়া আসার সাধ ত মিটিল না।
যতবার যাই, আবার আসা চাই,
এসে কিন্তু যেতে মন সরে না ॥
যাওয়ার সুখ যত বুঝি অন্তকালে,
আসার সুখও কত জঠর-অনলে,
থাকার সুখের জ্বালায় সদা অঙ্গ জ্বলে,
তবু আসার আশা আমার গেল না ॥
এসে এসে কবে হবে বিরাগ বোধ,
কবে বা সংসারে আসা হ'বে রোধ,
কাতর হ'য়ে হরি করি অনুরোধ,
এবার গেলে যেন আর আসি না ॥

—:•:—

ভীষণ শ্মশান।

ঝিঁঝিট-মিশ্র— একতালা।

কহিলে শ্মশান তোমারে সংসার,
ভ্রান্তি দোষ কিছু কই দেখি না।
উভয়ে যখন, সাদৃশ্য মিলন,
ভেদ জ্ঞান কই ত হয় না॥
শ্মশানে প্রবল, শৃগাল-চীৎকার,
তোমাতেও সদা মহা হাহাকার,
হা হুতাশ রব তোমার অঙ্গভার,
উভয়ে সমান ভয় যাতনা॥
শ্মশান দাহ করে জীবনান্ত হ'লে;
তুমি জ্বালাও সদা জীয়ন্তে সকলে,
ভীষণ শ্মশান নাহি আখ্যা দিলে,
ঠিক ব্যাখ্যা তোমার মানায় না॥

—:০:—

আশা-মুকুল।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

মিছা কেন আছ মন, আশা-মুকুল নিরখিয়া।
কি ফল লভিলে বল, চির-জীবন কাটাইয়া॥

বৃথা থাক ফলাশায়, জান না কি কুয়াশায়,
সহসা মুকুলে হায় সমূলে যায় বিনাশিয়া ॥
কতবার যে এতকাল, কত আশা এল গেল,
তবু তার কুহকে ভুল, বিফল আর বুঝাইয়া।
সে মায়ায় ভুল না আর, ধর চরণ মহামায়ার,
যে ফল মিলিবে, তার সৌরভে ভরিবে হিয়া

—:•:—

আক্ষেপ।

ঝিঁঝিট-মিশ্র—জলদ-একতালা।

(রামপ্রসাদী সুর)

মা কি কালে কালা হ'লি।
মা, মা ব'লে কত ডাকি মা, ছেলের কথা কই শুনিলি,
মনের ব্যথা দুখের কথা (মা) মা ছাড়া আর কারে বলি ॥
কপালগুণে হলি কালা, চিরকাল ত ছিলি কালী,
কালা কালী যে রূপই হোক্ দীনে মা তুই কই দেখালি ॥
ডাকার ধরণ জানি না মা, দেখার নিয়ম কই শিখালি,
যাতনা আর দিস না মা গো, দুখে গেল চিরকালি ॥
করুণার ত নাই মা সীমা, কণামাত্র কই মা দিলি,
বিন্দু পেলে ভবসিন্ধু তরে জীবে জয় মা বলি ॥

—:•:—

মনস্তাপ।

যোগিয়া একতালা।

আমি ভজনা জানি না, সাধনা বুঝি না,
জীবন ত ফুরায়ে যায় মা।
চারিদিকে এখন নিরখি আঁধার,
এ আঁধার বুঝি যায় না॥
এখনও কামনার প্রবল প্রতাপ,
অন্তরে নিয়ত দেয় মহাতাপ,
তবু নাহি হ'ল কিছু অনুতাপ,
পারের বিলি কই হয় না॥
বাসনা সুন্দরী চারুবেশ ধরি,
আসে যায় চায় দিবা-বিভাবরী,
দুরাশার সঙ্গে নাচে কত রঙ্গে,
এ প্রলোভন কিসে যায় মা॥
কৃপাময়ী তুমি করুণা করিলে,
দেখি পারের তরি মেলে কি না মেলে,
নৈরাশ্য-তিমিরে তখনই কে ফেলে,
বিশ্বমাতাও হ'ল বাম মা॥

—:*:—

মার্জ্জনা কামনা ।

মিশ্র-খাম্বাজ—একতালা ।

চির-সঞ্চিত রয় কি স্মরণে ।
ছেলের প্রতি হ'লে রোষ, থাকে কি গাঁথা মা
মরমে, যায় না জীবনে ॥
মা গো, কুসন্তান যদি হয় গো,
কুমাতা কখন নয় ত, বরং স্নেহাধিক
অধমে শুনি গো,
তুমি অপার করুণা-সিন্ধু,
দিতে কাতর কেন মা বিন্দু,
তবে অপার করুণা
কার তরে জানি না,
বঞ্চিত যদি মা সন্তানে ॥
তোমায় জগৎজননী কয় মা,
তুমি ত কারও সুমাতা, কাহার বিমাতা,
কাহার কুমাতা নও মা,
তবে কি ললাটের লেখা,
মুছিবার নয় কর্ম্ম-ফল-রেখা,
শুনি সে রেখাও যায়, যদি কেহ পায়
মুছিতে ও রাঙ্গা চরণে ॥

—:*:—

সমদৃষ্টি কই।

ঝিঁঝিট-মিশ্র—জলদ-একতালা।

(রামপ্রসাদী—সুর)

তারা, মা কি তুমি নও সবার ?

সকল সন্তানে মা গো, সমান দয়া কই তোমার,
কারে হাসাও কারে কাঁদাও, এই কি তোমার সুবিচার ॥

কারে দাও মা অট্টালিকা, হাতী ঘোড়া মটরকার,
কত জনে কুটীরবাসী, কাহার গাছতলা সার ॥

কারে বসাও সিংহাসনে, আহার দাও মা চমৎকার,
কার খেটে খেটে অর্দ্ধাশন মা, তৃণাসনও মেলা ভার ॥

কত জনে মুক্তি দাও মা, ভক্তি চেয়ে পাওয়া ভার,
(তারা) তারা কি তোর আপন ছেলে, আমরা কি মা পর তোমার॥

কর্ম্মফলের দোহাই দাও মা, কর্ম্ম কি মা নয় তোমার,
যেমন কর্ম্ম করাও তুমি, তেমনি কর্ম্ম হয় আমার ॥

যাতনা আর সয় না মা গো, অশ্রু ঝরে অনিবার,
চরণতলে স্থান দিলে মা, তবেই জানি মা আমার ॥



আলোকলতা।

ছায়ানট—একতালা।

বিটপীর গায়, জড়ায়ে শাখায়,
রয়েছ সোনার আলোকলতা।
নাহি স্থূল মূল, নাহি ফল-ফুল,
দেখি না ত দেহে সুচারু পাতা।
তরল কাঞ্চন জিনিয়া বরণ,
তরুণ তপন জিনিয়া কিরণ,
কি মোহিনীরূপে কর আকর্ষণ,
তোমাতেই হেরি যত মমতা॥
কর আশ্রয় তুমি যাহারে যখন,
সূক্ষ্ম মূলে করি শোণিত শোষণ,
নীরস তারে কর, হরিভক্তি হর,
অসার প্রেম তুমি, নও ত লতা॥
যদি হও হরি-প্রেমে পরিণত,
ভক্তিরসে পিয়াস থাকে অবিরত,
পান করি সেই করুণা-অমৃত,
নিরখিবে প্রাণের জগতপাতা॥

—:০:—

শুভ জন্মদিন।

ইমন্-কল্যাণ—একতালা।

(ভারৎসম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে খড়্গাপুর সুহৃদ-
নাট্যসমাজের উল্লাসগীতি।)

(আ'জ) এ কি শুভ দিন, রাজার জন্মদিন,
সবে কর শুভ কামনা।
দীর্ঘজীবী হ'য়ে, প্রজারে তুষিয়ে,
রাজ্য কর সুখে বাসনা॥
দীন ভারতবাসী এই মাত্র চায়,
না হয় বঞ্চিত সমবেদনায়,
যেন সমভাবে পায় প্রজা সবে
তোমার অসীম করুণা॥
পিতা ছিলেন তব শান্তি অবতার,
পিতামহী ঠিক জননী প্রজার,
ভুল না যেন কভু স্বর্গবাসিনী—
মহারাণীর সেই ঘোষণা॥
বিশাল সাম্রাজ্য কার আছে আর,
অস্ত না যায় রবি সাম্রাজ্যে যাঁহার,
এমন সম্রাটের প্রজা হ'য়ে যেন
মনোদুখ কভু পাই না॥

মনের বাসনা দীন ভারতের,
জয় হোক্ রাজা পঞ্চম জর্জ্জের,
শান্তি বিরাজ করুক সাম্রাজ্যে তাঁহার,
অন্য আর কিছু চাই না॥

—:*:—

দুরদৃষ্ট।

আলেয়া—একতালা।

কত কাঁদি মা মা ব'লে,
ছেলের রোদন কই শুনিলে।
হৃদয় কি মার অসান হ'ল,
পাষাণের মেয়ে ব'লে॥
মনে করি অঞ্চল ছাড়ি,
প্রাণের জ্বালায় পায়ে ধরি,
কপালগুণে তাও মা হেরি,
রেখেছে হর বক্ষঃস্থলে॥
এবার আমার রোদন সার,
দুখের ত আর নাই মা পার,
অপার মহিমা যাঁর,
সে মাতা বাম কর্ম্মফলে॥

—:*:—

বিলাপ।

আলেয়া—একতালা।

কাঁদিলে মা, 'আয় মা' ব'লে,
আসিস্ না ত কোন কালে।
অশ্রুজল মুছাইলে, কি
মলা লাগে তোর অঞ্চলে।
চঞ্চল অবোধ ছেলে,
চিরকালই ধূলা খেলে,
মলা কি জানায় তত
কালবরণে মিশিলে॥
মা হ'য়ে মা, কে কোন্ কালে,
লুকাচুরি খেলা খেলে,
ধরি ধরি মনে করি,
লুকাস্ ফেলে অশ্রুজলে॥
বুঝি মা মাতিয়া রণে,
কঠিন হয়েছ প্রাণে,
তা না হ'লে সও কেমনে
যে রোদনে পাষাণ গলে॥

—:*:—

চেনা ভার।

ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

বিচিত্র সংসার বহুরূপী তুমি
তোমায় চিনেও চিন্‌তে পার্‌লেম না।
কখন বাহার, কভু অন্ধকার,
রঙ্গের সীমা তোমার ত পেলাম না॥
কখন কাঁদাও, ভাসাও অশ্রুনীরে,
কভু ফেলে দাও আনন্দ সাগরে,
কখন হাসাও চেনা দিয়ে পরে
ক্ষণ পরে আর চেনা যায় না॥
বিরাজ কর তুমি প্রতি ঘরে ঘরে,
তথাপি কেহ না তোমায় চিন্‌তে পারে,
শিল্পী আছে কেউ চিত্র দিতে পারে,
সেই চিত্রকরে হেরিতে বাসনা॥



কামনা।

রামকেলি বা যোগিয়া—একতালা।

আমার সাধনার বল না আছে সম্বল,
ব্যয়ের সীমা তবু নাই মা।
হিসাবে আমার কতই যে বাকী,
ফাঁকি খুঁজি, উসুল যায় না॥
কামনা বাসনা প্রবৃত্তি ক জন,
অসৎ ব্যয়ের বেলায় উদার মহাজন,
অকাতরে কত অনর্থ মা দেয়,
পরমার্থে লক্ষ্য নাই মা॥
এবার এসে কেবল বেড়ে গেল ঋণ,
ভোগবিলাসে শুধু গত হ'ল দিন,
চিরদিনই আমায় রাখিলে মা দীন,
অঋণী কই আর হই না॥
দয়াময়ী দয়া করিয়ে প্রকাশ,
ঋণের দায়ে দীনে কর মা খালাস,
দিয়ে দাও আমায় বুঝে চলার আভাস,
(যেন) আয়ের চেয়ে ব্যয় আর হয় না॥

—:•:—

শ্মশান।

বেহাগ—একতালা।

শ্মশানে আরাম সবে পায়।
(তাই) শ্মশান-প্রয়াসী, বড় ভালবাসি
শ্মশানবাসী দেবতায়॥
শ্মশান, তোমার ভাই বহু অধিকার,
তবু তব রাজ্যে কিবা সুবিচার,
কোন্ রাজ্যে আছে এমন বিচার,
পক্ষপাত-লেশ দেখা না যায়॥
ছোট বড় সমান তোমার নয়নে,
কি রাজা কি প্রজা আসিলে এখানে,
সবে সমাদর কর সমাসনে
উচ্চ নীচ ভেদ থাকে কোথায়॥
তোমার কাছে গেলে, দেখাতে কি পার,
তব অধিষ্ঠাতা দেব মহেশ্বর,
তাঁর পদধূলি কপালে কি কার,
মেলে পাপে ভরা ধরায়॥

—:*:—

চিন্তানল।

সাহানা-মিশ্র—একতালা।

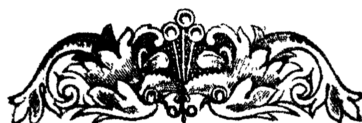
(ঘোর) চিন্তা-দাবানলে দহিছে অন্তর,
শান্তিবারি-ধারা কে দিবে তায় ?
কাল-বিলম্ব হ'লে, এ কাল অনলে,
ভস্মসার ক'র্‌বে, না রবে উপায় ॥
(আমার) আছে মাত্র পুঁজি শুধু নেত্রজল,
সে জলে আগুন দ্বিগুণ প্রবল,
নির্ব্বাণে নৈরাশ, হাহাকার সার,
সংসার সমীর যখন তায় সহায় ॥
চিতায় দাহ করে ত্বরায় মৃতদেহ,
জীয়ন্তে চিন্তায় দহে অহরহঃ
এ চিন্তার জ্বালা জুড়াই কিসে হরি,
(তব) কৃপা-বারি বিনা কিসে নিভায় ॥



চিতারোহণ।

ভৈরবী-মিশ্র—একতালা।

এড়াতে চিন্তায়, উঠিলে চিতায়,
অনলের জ্বালা ভুলিয়ে।
কণ্টক-বেদনা পদে সহিত না
(এখন) মুখানল আছ সহিয়ে॥
ফেলে সাধের ঘর সজ্জিত শয়ন,
চিতাপরে এখন আরামে শয়ন,
ধূলি-ভস্ম হ'ল বসন-ভূষণ,
সকলই কি গেলে ত্যজিয়ে॥
দয়া মায়া দেশ দিয়ে বিসর্জ্জন,
উদাসীন-বেশে বিদেশে গমন,
জীবনের ধন প্রিয় বাছাগণ
কারে দিয়ে গেলে সঁপিয়ে॥



বিদায়ে বিষাদ।

ইমন্-কল্যাণ—একতালা।

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন এম্, বি, এল, আর, সি, পি, এম্, আর, সি, এস, মহোদয়ের বিলাতযাত্রা উপলক্ষে।)

(আ'জ) ফেলিয়ে সকলে, কোথায় চলিলে,
পার হ'য়ে পারাবার।
যতীন্দ্রের জ্যোতি রহিলে অন্তরে,
অন্তরে হেরি আঁধার॥
একে গেলে দূর পারাবার-পারে,
অপরে কেন যে ভাসে পারাবারে,
বুঝিতে না পারি হেরি অনুপায়,
না জানি সাঁতার॥
পড়ে সদা মনে তোমার যতন,
দয়া মায়া প্রেম অমূল্য রতন
ভুলিব কেমনে ভাবি অনুক্ষণ,
মন বুঝান ভার,
এস এস যেন ভুল না সকলে,
তোমার জ্যোতিতে ভারত উজলে,
গৌরবে তোমার পূর্ণ হয় যেন
ভারত ভগ্ন ভাণ্ডার॥
বর্ষ পরে যেন তোমারে হেরিয়া,
হর্ষ সহকারে সকলে মিলিয়া,

সম্ভাষণ করি প্রাণ মন দিয়া,
তৃপ্তি করি বাসনার ॥
কবে হবে শুভ দিন সমাগত,
পূর্ণ জ্যোতি পুনঃ দেশে প্রকাশিত,
স'রে যাবে এই বিষাদ-বারিদ,
পেয়ে সুবায়ু-সঞ্চার ॥

—:*:—

জীবনাবসান।

পূরবী—আড়া-ঠেকা।

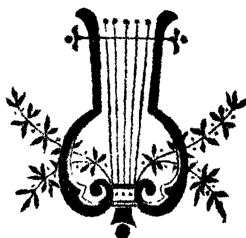
দেখিতে দেখিতে হ'ল
অবসান এ জীবন।
করিলে কি এত কাল
ভাবিয়ে দেখ রে মন ॥
কিশোরে কারে ভাবিলে,
খেলা-ধূলায় রইলে ভুলে,
যৌবনে ইন্দ্রিয়গণে
মর্ম্মে করিল দংশন ॥
প্রৌঢ়ে সংসার ল'য়ে,
ভুলে গেলে দয়াময়ে,
স্মরণ হ'ল অসময়ে
হরি পাতকীতারণ ॥

—:*:—

বিফল জন্ম।

সিন্ধু · কাওয়ালী।

রবি যে ডুবিয়া যায়, দিবা অবসান-প্রায়,
বিফল জনম মন যাত্রী।
আজীবন খাটিয়া করিলে কি সঞ্চয়,
সুসময়ে অপচয়, ভাবিলে না অসময়,
বিফল জনম মন যাত্রী॥
যা ছিল সম্বল গত কালের,
ঘুচালে সকলই পুঁজি পথের,
ইহকাল গেল বৃথায়, পরকালের অনুপায়,
বিফল জনম মন যাত্রী॥
কাল যামিনী আসিলে, ধরণী
আঁধারে ডুবিয়া যায়, তখন কি আর উপায় হয়,
বিফল জনম মন যাত্রী॥



বিদায়।

ভূপালী-মিশ্র— আড়াঠেকা।

কি ব'লে চাহিলে বিদায়,
না চাহি জীবন উমা।
জীবন বরং দিতে পারি,
বিদায়ে মা, যে বেদনা॥
জীবন কি আর দেহে রবে,
তব সাথে সাথী হবে
জীবন যে মা দ্বিধা হ'য়ে
আধা আছে তোমাতে মা॥
নয়নে ঝরিবে বারি,
তব স্মৃতি রূপ ধরি,
(সেই) স্মৃতি যদি রাখে জীবন,
তবেই আবার দেখিবে মা॥
বাসনা, যাবে মা যখন,
যেন হর-গৌরী-মিলন,
শয়নে স্বপনে হেরি
ভুলে থাকি হর রমা॥